PATRAPUT

2016-17

RADHAMADHAB COLLEGE, SILCHAR

Editor : Dibakar Purkayastha

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the Universitz Grants Commission

Certificate of Accreditation

The Executive Committe of the
National Assessment and Accreditation Council
on the recommendation of the duly appointed
Peer Team is pleased to declare the
Radhamadhab College
Silchar, Dist. Cachar, affiliated to Assam University, Assam as
Accredited
with CGPA of 2.37 on four point scale
at B grade
valid up to February 18, 2021

Date : February 19, 2016

Director

Patraput

Student's College Magazine
(NAAC ACCREDITED)

Editor
Dibakar Purkayastha

Radhamadhab College

Silchar- 788006, Cachar, Assam.

Session - 2016-17

Website : www.rmcollege. org
Email : rmcollege71@gmail.com

Printed by : Lokenath Printing Press
Malugram, Silchar-2

CONTENTS

- College Song
- From the Desk of the Principal
- From the Desk of the President of the Student Union
- From the Desk of the General Secretary of the Student Union
- From the Desk of the Editor, College Magazine

❋ English Section

Article of different aspects

- The Game of Money- Tamajit Das (B.Com, 2nd Sem) 6
- Violence against women in India : a brief chronoligical understand- Debobrata Das (Former student) Department of Political Science 7
- Educational Technology towards the improvement of Education- Sureshwaree Dutta (TDC 6th Sem) 11
- God Exists... - Shrestha Paul (TDC 4th Sem.) 13
- The Mask - Debojyoti Deb Roy (TDC 4th Sem.) 14
- Do you know? - Dipak Sutradhar (TDC 4th Sem.) 15
- The Brave Son of Mother - Ketan Deb Roy (TDC 6th Sem, Education Hons.) 16

❋ মণিপুরি

Essay : ৱারেং

- হিজম অঙাংহলগী শিঙেঙল ইন্দুদা মহৌশাগী মফম– Dr. N. Amarjit Singha (Lecturer, Dept. of Manipuri) 17
- বরাক তম্পাক্কী মৈতৈ লাই হরাওবা– C. H. Monikumar Singha (Asstt. Prof. Dept. of Manipuri) 22
- খন্মু– Rupali Singha (TDC 2nd Sem.) 24

Poetry : শৈরেং

- মালংবা– Sonali Singha (TDC 2nd Sem.) 25
- চুমথাঙ– Radhamani Singha (TDC 2nd Sem.) 25
- পুন্সি ঈচেল– Haripriya Singha (TDC 2nd Sem.) 26
- ইমা– M. Chandrakumar Singha (H.S. 2nd Year) 26
- হে শিঙ্গাৱৈ– Ranjita Singha (H.S. 2nd Year) 27
- শিবা– Ksh. Nomina Singha (H.S. 2nd Year) 28
- থল্লোয়গী লাইধী– Rajosree Rajkumari (H.S. 1st Year) 28

❋ বাংলা বিভাগ

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর' নাটকের অমল ঃ মৃত্যুর স্বরূপ– Dr. Sumita Bosu (Lecturer) Bengali Department 29
- কালো ছেলের হলুদ হাসি– Bhaskarjyoti Das (Ex-Student) 32
- নিঃশ্বাস– Dilu Das (Ex-Student) 34

- মজার মজার ধাঁধা– Bibhishan Sarkar (TDC 4th Sem) 35
- একটু হাসো– Dipak Sutradhar (TDC 4th Sem) 36
- স্ট্রোক– Dilu Das (Ex-Student) 38
- বিমুদ্রাকরণ প্রসঙ্গে কয়েকটি লাইন– Tamajit Das (B.Com. 2nd Sem) 40
- নারী নিয়ে কিছু কথা– Debomita Roy Choudhury (TDC 2nd Sem, Bengali Hons.) 44
- বাংলার নিশাকাল ও এক নতুন সূর্যোদয়– Sonali Chakraborty (TDC 6th Sem, Bengali Hons.) 46
- আকাশের তারা – Gautomi Adhikari (TDC 2nd Sem, Bengali Hons.) 49
- বাংলা আমার মাতৃভাষা– Afija Begum Barbhuiya (H.S. 1st Year) 49
- মা– Satabdi Kangsha Banik (H.S. 1st Year) 50
- ছাত্র জীবনের শিক্ষা– Dibakar Purkayastha (TDC 2nd Sem) 50
- মা– Payal Rabidas (H.S. 1st Year) 51
- ধন্য জীবন– Shatabdi Choudhury (TDC 4th Sem) 51
- স্বপ্নের অপেক্ষা– Manisha Ghosh (TDC 6th Sem) 52
- চুপি চুপি– Priyanka Ghosh (H.S. 1st Year) 52
- শুভ নববর্ষ– Smita Das (TDC 2nd Sem, Bengali Hons.) 52
- ভ্রমণ স্মরণ– Abhik Ranjan Das (TDC 4th Sem, Bengali Hons.) 53
- উত্তরণ– Sonali Chakraborty (TDC 6th Sem, Bengali Hons) 58
- এগারো শহীদ কারা?– Ketan Deb Roy (TDC 6th Sem, Education Hons.) 58

- List of the Candidates who secured Highest marks in the Council & University Examination RADHAMADHAB COLLEGE 59
- List of Teaching Library and Administrative staff. 60
- Name of the President, Vice-president, General Secretaries and Editors of students Union of Radhamadhab College since 1986. 64
- List of the posts of students Union, Radhamadhab College, 2016-17. 65
- Photograph of the various activities of the different cells of the college. 66
- Different wall magazine 68
- Do you know. 69

কলেজ সঙ্গীত

জীবন জ্যোতি জাগলোরে আজ
নবীন উষার স্পন্দনে
আলোর বাঁশী বাজলোরে আজ
শ্যামসহরণ প্রাঙ্গণে।
সত্যশিবে শুদ্ধ হল
সুপ্ত দিনমান
আলোয় আলোয় ধন্য হলো
নিত্যনব প্রাণ
বাজে বাজে সেই আনন্দ
এই মহাশুভ অঙ্গনে
শ্যামসহরণ প্রাঙ্গণে।
পথিক যারা শূন্যহাতে
বোধিভিক্ষা মাগে
মানস তাদের তৃপ্ত হল
জ্ঞানদৃপ্ত রাগে
বাজে বাজে সেই চেতনা
এই নবরূপে নন্দনে
শ্যামসহরণ প্রাঙ্গণে।

কথা ঃ শেখর পুরকায়স্থ
সুর ঃ শিবানী ব্রহ্মচারী

Office of the Principal
RADHAMADHAB COLLEGE, SILCHAR

District : Cachar :: Assam :: Pin : 788006

Website : hppt:www.rmcollege.org
E-mail : rmcollege71@gmail.com

Tel. No. - 03842-226512, 225198 (O)
222764 (Lib.)

FOREWORD

I am indeed very much delighted to learn that the Students of Radhamadhab College are going to bring out their annual mouth piece **"PATRAPUT"** which has an excellent creation of budding writers of the College, reflecting their thoughts and expressions in the form of articles and poems.

My sincere thanks extend to the Teachers, Students and Office Staff of the College for overcoming all the hurdles in bringing out this edition of the College Magazine.

(Dr. Pronoy Ranjan Deb)
Principal
Radhamadhab College
Silchar - 788006

সভাপতির কলমে

সভাপতির কলমে লিখতে বসে আজ আমার অনেক কথা মনে পড়ছে। এখানে সব থেকে বেশি মনে পড়ছে ভর্তি নেওয়ার কথা। আমি দেরী করে ফর্ম সাবমিট করেছিলাম, তাই প্রথমে আমি ভর্তি হয় নাই। তারপর আমি প্রিন্সিপাল স্যারকে অনুরোধ করে ভর্তি হয়েছিলাম এবং আজ আমি এই রাধামাদব কলেজের ছাত্র সংসদের সভাপতি, ভাবতে অবাক লাগে। সময়ের কি দ্রুত পরিবর্তন। আর এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র আমার সকল প্রিয় বন্ধু–বান্ধব এবং ছোট ভাইবোনদের সহযোগিতায়। তাই আমি তাদেরকে আমার হৃদয় থেকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা. আমি আশা করি তারা আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছিল আমি তা পালন করতে পেরেছি।

এই রাধামাধব কলেজের সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য হল এখানে ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। এই কলেজের সবাই সমান, সে যে কোন বিভাগের হোক না কেন। এই কলেজের ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে খুব সুন্দর বন্ধুত্বের মিল দেখা যায়। এই রাধামাধব কলেজে কাটানো তিনটি বছর আমার জীবনের সবচাইতে বেশী আনন্দের সময়। এই কলেজে কাটানো প্রতিটি মূহুর্ত আমার জীবনে চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে। আমি এই কলেজের একজন ছাত্র হওয়ার জন্য নিজেকে ধন্য বলে মনে করি।

সবশেষে আমাদের সকলের প্রিয় রাধামাধব কলেজের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি, শিক্ষক–শিক্ষিকা এবং অফিস কর্মীদেরকে আমার সশ্রদ্ধ প্রনাম এবং আমার সকল ছোট ভাই–বোন এবং বন্ধু–বান্ধবদের প্রতি প্রীতি ও শুভেচ্ছা এবং ছাত্র–ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভার প্রতিবিম্ব 'পত্রপুট' এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি। ধন্যবাদ——

চিত্ত রঞ্জন রায়
সভাপতি
রাধামাধব কলেজ, ছাত্র সংসদ

সাধারণ সম্পাদকের কলমে

সময়ের সাথে সাথে কেঁটে গেল আর একটি বছর, সময় আসছে কলেজ থেকে বিদায় নেওয়ার। কিন্তু মনে হয় এই তো এলাম, এতো দ্রুত আমার কলেজ থেকে ছেড়ে যেতে হবে ভাবতেও পারিনি কিন্তু যেতে তো হবেই। এটাই সত্য।

আজ সাধারণ সম্পাদকের কলাম লিখতে বসে আরও অনেক কথাই মনে পড়েছে। বিশেষ করে মনে হচ্ছে কলেজের প্রথম দিনের কথা। যখন উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষের প্রথম ক্লাসের জন্য রওয়ানা দিয়েছিলাম তখন মন আনন্দিত এবং ভয়ে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু সেদিনের প্রথম ক্লাসে আমি ঢুকতে পারিনি, কারণ আমি পাঁচ মিনিট দেরীতে এসেছিলাম। সেদিন আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম আমাদের কলেজের নিয়ম কানুন দেখে। সেদিনের ভুল থেকে শিক্ষালাভ করেই আজ আমি সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছি এবং সবার ভরসার্থে সেই পদের গুণগত মান রক্ষার্থে আমার অক্লান্ত চেষ্টা বজায় রেখে চলেছি।

আমাদের বর্তমান কলেজ পুরাতন থেকে অনেক উর্দ্ধে। এর সফলতার পেছনে রয়েছেন শ্রদ্ধেয় মাননীয় ড. প্রণয় রঞ্জন দেব (প্রধান অধ্যক্ষ), তথা রয়েছেন কলেজের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এবং অফিস কর্মীরা।

কলেজকে উন্নতির শিখরে পৌছাতে যথেষ্ট অবদান ও আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও এবং পণ করব আগামি দিনেও যাতে আমাদের কলেজের সেই মানদণ্ড আরও উন্নত হয়ে দাঁড়ায়। আশা করি আমাদের পরের আসা ছাত্র-ছাত্রীরাও যাতে কলেজকে আরও বেশী যত্ন সহকারে ও ভালাবাসা নিয়ে সবাই গুরুজনদের, শিক্ষক, শিক্ষিকাগণদের শ্রদ্ধা করে কলেজের মান-সম্মান, সুনাম বৃদ্ধি করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

আমার আশা যে, আমাদের "স্টুডেন্ট ইউনিয়নের" সবাইকে যেগুলো দায়িত্ব প্রেরণ করা হয়েছিল তা আমরা সঠিকভাবে পালন করতে পেরেছি।

সবশেষে, সবার প্রিয় রাধামাধব কলেজের শ্রীবৃদ্ধি, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ও অফিস কর্মীদের সশ্রদ্ধ প্রণাম, ছোট ভাই-বোনদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভার 'পত্রপুট'-দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

তোমাদের——
চন্দ্রকান্ত দাস
সাধারণ সম্পাদক
রাধামাধব কলেজ, ছাত্র সংসদ

সম্পাদকের কলমে

বৎসর ঘুরে এল আবার প্রকাশিত হলো কলেজ মুখপত্র "পত্রপুট"। নতুন প্রত্যাশা, নতুন চেষ্টা, নতুন অনুভূতির আশ নিয়ে প্রকাশিত হলো কলেজের মুখপত্র 'পত্রপুট'। এই নতুনের চেষ্টায় ক্ষুদ্র কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তবু ও সবার আশীর্বাদি নিয়ে অনেক প্রয়াসের পর বাস্তব রূপটি আমরা ধরে নিতে পেরেছি কলেজের মুখপত্র 'পত্রপুট' টিতে।

অন্যান্য সকল ছাত্র ছাত্রীদের মতো ভয়ভীতি, আনন্দ–উল্লাসি নিয়ে এসেছিলাম কলেজের এই নতুন পরিবেশে। এই নতুন পরিবেশে এসে নতুন বন্ধু–বান্ধব পেয়ে ধীরে ধীরে পড়াশুনা ছাড়াও কলেজে কিছু বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে সময় কাটাতে লাগলাম।

প্রথমত কলেজেরছাত্র সাংসদ নির্বাচন বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ ছিলাম। তারপর একদিন কলেজের সিনিয়র এক দাদা আমাকে ডেকে এনে বুঝালেন কলেজের ছাত্র সাংসদ নির্বাচন সম্বন্ধে এবং কলেজের দায়িত্ব পাওয়া। তাদের সাহায্যে আমাদের কলেজের ছাত্র সাংসদ নির্বাচনে আমাকে (Magazine Secretary) রূপে দায়িত্ব দেওয়া হল। প্রথমে এই দায়িত্ব সম্বন্ধে আমার কিছু ধারনাই ছিল না। তাই অনেক চেষ্টা এবং আমার সহপাঠি (Union Member) দের সহায়তায় এই কলেজ মুখপত্র 'পত্রপুট' সবার সম্মুখে তুলে ধরার পিছনে আমমার কলেজের দাদা–দিদিদের অনুপ্রেরনায়ও অনেক কাজ করেছি।

এই কলেজ মুখপত্র 'পত্রপুট' এ কাঁচা–পাঁকা, হাতের লেখা, অন্যান্য রূপবৈচিত্রতা, মননশীলতা, নবসৃষ্টির উল্লাস, কিছু অস্ফুটস্বর, কল্পনার সমন্বয়ই পত্রের বৈচিত্রতা। এই 'পত্রপুট' এ ছাত্র–ছাত্রীদের এবং শিক্ষক–শিক্ষিকাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রকাশের আলো পেলো সেজন্য তাদেরকে জানাই প্রনাম ও ধন্যবাদ। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি মাননীয় অধ্যক্ষ ড. প্রনয় রঞ্জন দেব স্যারকে ।

এদের অভিভাবকত্বে 'পত্রপুট' সুচারুরূপে প্রাকাশিত হলো। আমার ছাত্র–সাংসদ বন্ধু ও অন্যান্য ছাত্র বন্ধুদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল এবং তাদের প্রতি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ যারা সর্বদা আমার পাশে ছিল। তার সাথে আরেকটি আশা করতে পারি যে, এবারের কলেজ মুখপত্র 'পত্রপুট' আপনাদের ভালো লাগবে এবং সঙ্গে একটি নিবেদন করি, যদি কোন ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

'পত্রপুট' এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আরও উজ্জ্বল হউক এই কামনা করি।

ধন্যবাদ——

তোমাদের——
দিবাকর পুরকায়স্থ
ম্যাগাজিন সেক্রেটারি
রাধামাধব কলেজ, ছাত্র সংসদ

The Game of Money

Tamajit Das
B.Com 2nd Sem

Oh! Money, money, money
The game of money.
It gives us honey,
It makes us bonny,
It teaches us economy.

Oh! Money, money, money
The game of money.
It helps us to make life enjoyable
It helps us to make life confortable,
It helps us to make life honourable.

Oh! Money, money, money
The game of money.
It leads us to the world of gain,
It leads us to the World of pain,
It leads us to the world of rain.

Violence against women in India: a brief chronological understand

Debobrata Das
(Former Student)
Ph.D research Scholar,
Department of Political Science,
Assam University

Violence against women and girls is one of the most systematic and wide spread human rights violations. In our country we are much aware about these. A crime against women is committed every three minutes. According to National Crime Records Bureau (NCRB) of India reported incidents of crime against women increased 6.4% during 2012 and it gradually grows up.

Writing on the oppression of women in India, Mahatma Jyotiba Phul (1827-1890) asserts that violence against women is misogynistic and rooted in brahmanical patriarchy. Phule's reformist work recognized Brahmin windows problem and the ruthless oppression of women under the power of brahmanical patriarchy. Phule was the first person who demanded equal and common human rights for both women and man. He hoped that the British rule would bring moderaization, egalitarian society and cause annihilation of Brahmanical system.

If we trace back to the Indian history we find that the beginning of civilization saw no legitimate gender hierarehy, non violence against women with in the vedic period (1500-800 BCE) however, society become increasingly structured this time period also saw the establishment of the institution of marriage. This development shows that women to remain in the household and to birth a son. Women soon became defined by the standards set by their husbands and families. If we see the Port-vedic period also saw the arrival of Sati : a Hindu funeral ritual in which a widow commits suicide by way of lighting herself on fire. The immolation traditionally served as evidence of the widow's devotion to her deceased husband. Child marriages began shortly after during the Muslim period.

Towards the British rule, women increasingly found their marginalization and inequality. Women seemed to be

dependent on men. The religious tradition ascribed such a manner that men are superhead of women. They were denied the opportunity of education and refinement. Except a few women of the upper classes the life of general women was not worth living. In short, the access to social justice and equality were denied to them. They were unaware of their basic rights as individuals due to illiteracy, ignorance and indigity. Strange in the fact that when the christan missionaries saw the deplorable condition of women in traditional Indian Society they were amazed and emotionally moved but they failed to understand as to what should they to save the women from burning alive.

In Colonial India, It was a big challenge for the reformist how to confronting the abominable situation of women at that time. The first and foremost social problem that attracted enlightened opinion was the need for better deal for women in society. In the abolition of the cruuel rites of sati and infanticide, in the condemnation of child marriage and Polygamy and popularization of widow remarriage, in the abolition of pardah in provision of education facilities for women and economic opening to make them self supporting and fainally and equal share for women in the political life of the country by enfranchisement. When the making of Indian Constitution Ambedkar Provides a powerful source of inspiration to formulate faminist political agenda which simultaneously addresses the issue of class, caste and gender. To liberate women he tried to formulate various laws. In 1951, when he was a law minister in the Jawaharlal Nehru's Cabinet, he wanted to bring about an amendment in Hindu Law. Such as these related to adoption, guardianship, divorce, hindu marriage, widow re-marriage, and property rights to women. Even the constitution, guarantees the principle of equality and absence of disclimination between sexes.

If we traceback to the situation of women after independence we shall notice that the Indian women gained considerable importance within their country in social and political spheres. After independence the majority of women still remained ignorant but they didnot allow the fire that burnt in their hearts to die. In present day context India is first emarging as a global power but for half of its population the women across the country struggle to live life with dignity continues. Women, irrespective of class, caste and educational status are not safe in modern society. Women have been the victims of exploitation in physically, socially, mentally and economically. In everyday news paper or in electronic media weather it is regional or national we find a report on sexual harresment,

violence agsinst women and which are very after highlighted by the media in Indian modern society. Women are facing problems in every sphare of life whether employment, areas to health care or property rights. India is first developing but women in India continue to be descriminated. The declining sex ratio in India amply portrays, the discrimination shown towards women at the stage of birth. They are victims of crime, rape, kidnapping and abduction, dowry related crimes, molestation, sexual harassment, eve-teasing etc. women are being trafficked for sex, harassment at work places and tortured in family and society.

The crimes against women have more than doubled over the past ten years in India, according to latest date released by the National Crime Records Bureau, as many as 2.24 million crimes against women were reported over the past decade, 26 crimes against women are reported every hour or one complaint every two minutes, cruelty by husband and relatives under section 498-A of Indian Penal Code is the major crime committed against women accross the country, with 909, 713 cases reported over the last 10 years, or 10 reports every hour. Kidnapping and abduction of women (315, 074) is the third most reported crime after report against assault on women (470, 556) followed by rape (243, 051), insult to modesty of women (104, 151) and dowry death (80, 833) over the last 10 years. As many as 66% of women reported experiencing sexual harassment between two and more than two times. There are planty of cases like that even women do not report FIR also because of fear.

A word always stikes in my mind that If men are born free, how is it that women are born slaves? still woman is treated as a second class citizenry. The women comprize 66% of the world illiteracy and 70% of the world's poor, even situation is quite same in the context of India. Now it is the responsibility for the Govt to create laws and enforce existing laws that protect women from dscrimination and violence. Achieving women's empowerment is not a "quick-fix". It will take round public policies, a holistic approach and long team commitment from all development sectors. Women's empowerment is both a right and "smart economics". In the ultimate analysis, empowering women is empowering society. Better women make better Homes a better society, and help us to better our best.

References

1) Domestic violence agsnist women in India A.K. Wingh, S.P. Singh and S.P. Pandey Journal of Gender studies.

2) Manikamma Nagindrappa, Radhika M.K. (February 2013) women exploitation in India modern society in International Journal of Scientific and research Publication Volume 3, Issue 2, ISSN 2250-3153.
3) Samnal Stanely, Santosh Kumari (December 2010) Position of women in Colonial Era in International Journal of Educational Research and technology Vol 1 (2) ISSN 0976-4089.
4) R. Kalaiyarasi (Feb. 2015) violence agsinst women in India in IOSR journal fo Humanities and social science volume 20. Issue 2 Ver-III e-ISSN : 2279-0837, P-ISSN : 2279-0845.

Internet Sources :

1) ncrb.gov.in
2) http://scroll.in/article/753496/crime-againstwomen-reported-every-two-minutes-in-india
3) htps://en.m.wikipedia.org/wikiviolence_against_women_in_india.

Educational Technology towards the improvement of Education

Sureshwaree Dutta
TDC 6th Sem.

In common language, the application of scientific laws and principles for the purpose of making daily life easy and comfortable is technology. When technology is used for the purpose of accelerating and facilitating educational processes with certain objectives in view, that technology is called educational technology. The contribution of science and technology to education is unimaginable and beyond expectation. Science and technology has made great contribution to the field of education. In educational technology, man uses his intellect and experiences along with the machines and devices and by using his arts, he organises the teching learning process in he best possible manner.

With the help of this technology, millions of people can be educated together in one sitting. A teacher is not supposed to impart this huge amount of knowledge by tutorial or classroom teaching. Educational technology can perform this function very easily. It is the educational technology that has helped to develop new strategies in the field of education like micro teaching programmed instruction, preparation of instructional materials in written or CAI (Computer Aided Instruction) forms for individualized learning, instructional analysis and use of hardware technology in education Edcational technology also helps the distance-learners. They can get study-materials, notes, teacher's lecture by the help of this technology. By using hardware technology, we can preserve knowledge in audio-video cassettes, CDs and floppy disks. Educational technology supplements the teacher with audio-video aids to make the teaching-learning process more effective and helps the learner to get the training of self-insruction.

Educational technology can transform the teaching-learning process from burden to enjoyment which is psychologically very sound for students. It is the composite form of material and non-material strategies and techniques used by the techears in order to increase the learning speed of students in the educational institution.

Reference

1) Dr. Sharma, R.A. : Essentials of Educational Technology. Publishers/place/year.
2) Dr. Sharma : Introduction of Educational Technology.
3) Dr. M.S. Ansari : Educational Technology.
4) Internet - Website.

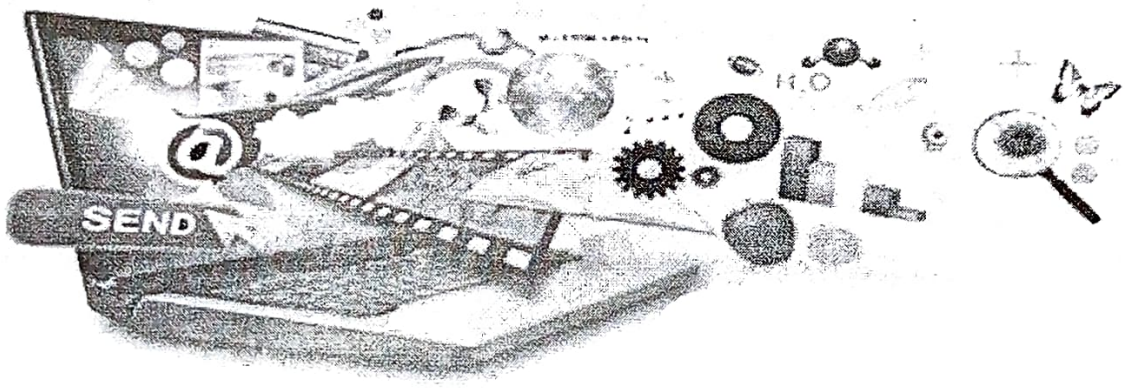

GOD EXISTS...

Shrestha Paul
TDC 4th Sem.

Since our childhood, all of us are familiar to God. Our parents taught us to worship God & to respect God.

Do you know who is 'God' or what is the concept of God?

According to our 'Hindu Religion' there is a Supreme Power which is known as Parameshwara. This Supreme Power our Daity is made up of three unified persons. We can call them Trinity– Brahma, Vishnu & Shiva. So, our duty is to worship our Supreme God. Now the question arises that **who are these Supreme God?**

We came to know that 'Lord Brahma', the first God among the 'Trinity', is considered as the creator of the Universe (us). 'Lord Vishnu,' the second God among Trinity, is considered as the preserver of the Universe(us) & the third God among the Trinity is Lord Shiva, who is known as the destroyer of Universe as well as the creator.

Now you come out from philosophy & enter into your real life & think... **Who created you? Who is the preserver of your life? & Who have the power to destroy the whole universe?**

Nature created us! Yes. We are the children of Nature. So, we can say that Nature is our Lord Brahma. We can live our life because Nature sustains us by giving food, water, air, light & also a beautiful home to stay. As Nature preserves us thus we can consider our Nature as our 'Lord Vishnu', the sustainer of human beings. Nature has the power to destroy us in a few seconds. So, can say that Nature is also our destroyer, 'Lord Shiva'.

As we know that our shristi, sthiti & proloy depends upon our Supreme Gods (Brahma, Vishnu & Shiva), so, we come to the conclusion that our Supreme God is none other but our **Nature.**

So, we need to worship our Nature...
we need to respect our Nature...
we need to love our Nature...
& we need to take care of our Nature...
Because Nature is our Supreme God or Parameshwara.

The Mask

Debojyoti Deb Roy
B.A 4th Semester

I look in the mirror in the beginning of each day, and ask myself what mask should I place on my face today.

No! not the sad one, it's too revealing, I don't want to show the world my true feelings.

For the mask that you can see camouflages the true me.

It's my public face that I remove each night,

When I bare my soul the mirrors light.

It's the one meant for only my eyes to see, it speaks of all my history. It tells me of my youth and boyish ways, my adloscents and my dreams.

It tell's of my good times of which I had my share of love lost and pain so hard to bear. So I choose my mask so carefully, to cover the face that was given to me, the one that was meant for only my eyes to see.

Do you know

Dipak Sutradhar
B.A 4th Semester

Highest Partnership Record in test for 1st wicket.

	Partner	Run	Team		Opponent	Date
1.	ND Mekenzie G.C Smith	415	South Africa	vs	Bangladesh	29 Feb. 2008
2.	MH Mankad P. Roy	413	India	vs	Newzeland	6 June 1956
3.	V. Sehwag R. Dravid	410	India	vs	Pakistan	13 Jan. 2006
4.	GM Turner T.W Jarvis	387	Newzeland	vs	West Indies	6 Apr. 1972
5.	WM Lawry R.B Simpson	382	Australia	vs	West Indies	5 May 1965
6.	GC Smith H.H. Gibbs	368	South Africa	vs	Pakistan	2 Jan. 2003
7.	L. Hutton C. Washbrook	359	England	vs	South Africa	27 Dec. 1948
8.	G.C Smith H.H. Gibbs	338	South Africa	vs	England	24 July 2003
9.	MS. Attapatta S.T Jayasuria	335	Sri-Lanka	vs	Pakistan	28 Jun. 2000
10.	G.R. Marsh M.A. Taylor	329	Australia	vs	England	10 Aug. 1989

THE BRAVE SON OF MOTHER
(A tribute)

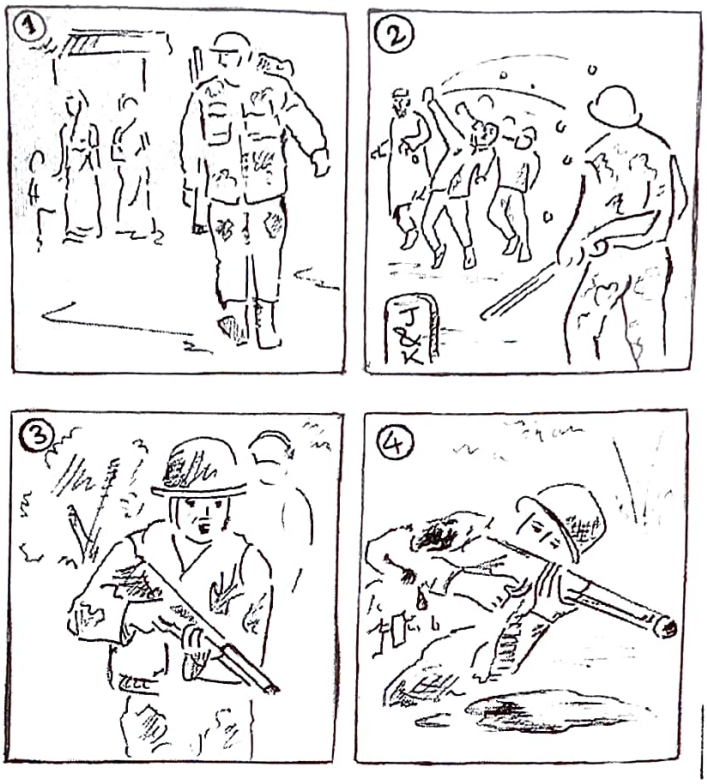

Ketan Deb Roy

হিজম অঙাংহলগী শিঙেঙল ইন্দুদা মহৌশাগী মফম

Dr. N. Amarjit Singha
Lecturer
Dept. of Manipuri
Radhamadhab College, Silchar

১৯শুবা চহীচাগী লোইরমদাই অমসুং ২০শুবা চহীচাগী হৌগৎলকপদা মথং-মথং তাইবং ফাওরকখিবা অনৌবা মণিপুরী সাহিত্যগী লময়ানবশিংগী মনুংদা হিজম অঙাংহল (খৃষ্টকুম ১৮৯২-১৯৪৪), থোইদোক-হেন্দোক্না শিংথাবা য়াবা অমদি মশাগী তোঙানবা ফীদা অমা ফংলবা লময়ানবা কবিশিংগী মনুংদা অমনি। তশেংনমক চহী কয়া মশাগী লোন অমদি সাহিত্য মীরাইরুরবা তুংদা নৌনা অমুক ময়োল চোঙহনবা হায়বসি মতম অদুগী অইবশিংগী মফমদা য়াম্না চাওনা শীংনবা অমনি। হায়রিবা শীখরুরবা লোন অমসুং সাহিত্যবু নৌনা অমুক হিংহনবগী লমদা অচৌবা থৌদাং য়ারখিবা কবি হিজম অঙাংহলগী খূদোল খুনাই অসিনা কৈদৌনুং কাওফম থোকতে। মতম অসিদা মপান লমগী লোন অমদি সাহিত্যগী অকনবা ঈথিল লৈখ্রবসু য়ূমগী লাইর-অনং কয়ানা মরম ওইরগা অঙাংহলদি মসিগী মমি ফংখিদে। মপান লমগী লোন অমসুং সাহিত্যগী ঈথিল ফংখিদবা অসিমক অঙাংহলগী তুংগী সাহিত্যগী খোঙচৎতা মশাগী তোপ-তোপ্পা পার্সোনেলিটি অমা পুথোকপা ঙমখিবনি হায়বদা হায়মনবা থোকলোই। মহাক্না খূদোল তৌরম্বা সাহিত্যগী লৈচনশিং জাহেরা, খম্বা থৌইবী শৈরেং, য়াইথিঙ কোনু, শিঙেঙল ইন্দু, ইবেম্মা, পোক্তবীনচিংবা কয়ানা মতম খুদিং মৈতৈনেস ওইবা শক্তম অমা লোইনদুনা চৎলি। মসিনি অঙাংহলগী পুন্সি অমদি অঙাংহলগী সাহিত্যগী ফজবা।

মহৌশা (প্রকৃতি) হায়বসি ঈশ্বরগী খূৎশমনি। লেংলী-পাল্লিবা উপাল-ব্াপাল, চীং, পাৎ, তুরেল, ঋতুগী খোঙচৎ পূন্নমক মহৌশাগী শক্তম ঙক্তনি। অসিগুম্বা মহৌশাগী পোৎলম খুদিং অচম্বা মীওই অমগী মীৎয়েংদা শুপ্পগী উ,ব্া,চীং,পাৎ,তুরেল ওইনা উরবসু কবি অমগী থম্মোয়গী মীৎয়েংদদি পূন্নমক্কী অর্থ তোঙান-তোঙান্না লৈ। অসিগুম্বা মহৌশাগী ওইবা পোৎলমশিং অসি কবি অমগী মফমদা মশক মতৌ ফজবী নুপী ওইনা নৎএগা জাগোয় শাবী অমা ওইনা নৎএগা করিগুম্বা মশাগী শক্তম দুমক নওবা পোৎশক অমা ওইনা উবা য়াই। কবি অমগী ব্াখল য়াম্মী, মীৎয়েং কূপ্পী অমসুং পোৎলম খুদিংমক্কী মাগী মাগী ব্াহন লৈ। মসিনি কবি অমগী তৌবা ঙম্বগী শক্তি।

সাহিত্য অসসুং মহৌশা হায়বসি থাদোক্লবা য়াদ্রবা, অমনা অমগী মতেং লৌনদুনা লৈরক্লবা শরুক অমনি। ফজবা সাহিত্য অমা ওইরকপদা মহৌশাগী অচৌবা থৌদাং লৈ। মসি মণিপুরী সাহিত্যতা নত্তনা কাঙলূপ খুদিংমক্কী লৈরীবা মাগী-মাগী সাহিত্য শিংদসু মহৌশাগী মফম অমা মতম খুদিং চাউনা কল্লিবনি।

মহৌশা য়াওদ্রবা সাহিত্য হায়বসি মালেমগী মফম অমওদা থিবা ফংলোই হায়বদা হায়মনবা থোকলোই। মসিমক্না হিন্দিগী ফওরবা কবি ধরম্বীর ভারতিগী কনুপ্রিয়াদা মবুংঙো শ্রীকৃষ্ণনা

শ্রীমতি রাধিকাদা হংজখিবা মতাংদা মহৌশাগী শরুক নীংথিজনা য়াওরি।

सुनो मेरे प्यार
यह काल की अनन्त पगडण्डी पर
अपनी अनथक यात्रा तय करते हूए सूरज और चन्दा,
वहते हुए अन्धड़
गरजते हुए महासागर
झकोरो मे नाजती हुई पत्तियाँ
धुप में खिले हुए फुल, और
चाँदनी में सरकती हुई नदियाँ
इनका अन्तिम अर्थ आखिर है क्या ?

कनुप्रिया १६८४/सृष्टि संकल्प ४२

কবি অমনা মাগী সাহিত্যদা মহৌশাবু থারকপদা কয়া য়াম্না থোৎ নৌবা অমদি ফজবা ৱাহৈ শীজিন্নবগে হায়বা অসি য়াম্না মরু ওই।

মহাকবি হিজম অঙাংহলগী শিঙেঙল ইন্দুদা হায়রিবা মহৌশাবু থাদুনা কাব্য অসিগী ফজবা হেনগৎহনবগী মতাং কয়া লাইরিক অসিগীচেনাশিংদা ময়েক শেংনা য়াওরি। খণ্ড কাব্য অসিদা মহৌশাবু থারকপদা ৱাহৈগী থোৎনৌবা প্রকৃতিগী ফজবা মশক অনী তোৎশিন্নদুনা য়াম্না নীংথিজবা মশক অমা অপাবশিংগী মফমদা উহনবা ঙম্মী। লাইরিক অসিগী মতাং কয়াদা থৌদোক ৱাথোক্কী চান্নবা প্রকৃতি বর্ণন তৌদুনা মহাক্না য়েংলিবা মীৎয়েং, ৱাখল্লোন অমদি প্রতিভাগী অৱাংবা থাক অদু উৎথোকই।

"শীঙেঙল ইন্দু" কাব্য অসি হৌরকপগী ইহান হানবা পরেংমক্তদা শিলচরগী বরাক তুরেল মপানগী নুমিদাংগী পূক্লিং হুরবা প্রকৃতিগী শক্তমবু থারকপদা মসিগী ফজবা অমসুং ৱাহৈগী সুরগা চান্ননা ফোংদোকই:

ইন্থম থাদি মমৈনি তাইবং পানবা পুন্বনা
মতু মমান খিংলকপা লমতা থাজ কৌবনা
নিন্দুং হুন্নি কোনবদি পুক্লিং হুবা অহিংনি,
থাজ মাগী মঙান্না লুপা মচু মানবনি।
নোংপোক থংবা অতিয়া চাঙ্গখৎলক্লে মঙান্না,
হায়না হায়না থাজাদি উরক্লেদো তশেংনা।
ঙৌরুনবা কুচুনা মালেম পুন্বা লৈতেংলে,
মহৌশাদি কৌবিনা মোমোন নোক্লক্লে।

শিঙেঙল ইন্দু, লা ঃ ১/১৬৮৪

শিলচর সহরগী মনুংদা বরাক তুরেলগী মপান্দা লৈরীবা মালু খুনগী থাবল ফবা নুমিদাংগী চপ চাবা শক্তমদুমক অপাবশিংদা উৎপা ঙল্লিবসি কবি অসিগী মপান নাইদ্রবা কল্পনা শক্তিননি। অমুক্তসু লামায় অসিমক্তদা শিলচরগী বরাক তুরেলগী ফজরবা ঈচেলদা তারিবা অতিয়াগী

থব্বানমিচাকশিংগী মমী অদুবু অঙাংহলগী ব্রাখলগী জাগৎতদি থব্বানমিচাক অমসুং ঈথক অনীগী কুম্মৈ অমা ওইনা উরি। থব্বানমিচাক অমদি তুরেল ঈচেল অনীগী শান্নরিবা মীৎকি কুম্মৈ অদুবু অঙাংহলনা মাগী থম্মোয়নুংদগী থোরকপা ফজরবা ব্রাহৈশিংনা চান্ন-চূননা ফোঙদোরকই।

ঙৌরক ঙৌবা চাংজৌনা য়েৎকা ওইগা চপ্পুনা,
লংনা থক্ থক্ নিক্কুনা ইচেল য়াইদি থংদুনা,
মখা পাংনা চেন্থরি বোরাক তুরেল ইচেলনা
তারি মাগী তোর্ব্বান্দা মালু কৌবা গ্রাম-দুনা।
তুরেল ইথক শিংদুনা ফাগে ফাগে তান্নরি,
থবান-মিচাক শিংদুনা ইথক শিংবু লংনরি।

শিঙেঙন ইন্দু, লাঃ ১/১৯৯৩

খণ্ড কাব্য অসিগী নায়ক ওইরিবা য়াত্রানা মালুখুন্দা কুম্মৈ য়েংবা চৎপদা মমায় নোংচুপ ওনদুনা হৌবা খোঙনাং পান্বী উরুবা অমসুং চহি কয়াগী মমাংদা থোকখিবা থৌদোক নীংশিংলকপা, য়াত্রাগা খোঙনাংগা ব্রারী ব্রাতাই শান্নহন্দুনা য়াত্রানা মাগী মশানৌ ওইরিবা কৈন্য কায়নবদা য়াত্রানা কৈন্যগী চিনতামনি খোঙনাং অসিগী মখোংদা নুমিৎ শিংবুম মরিনি ফুমখিবনচিংবা লোইনা নিংশিংলকপা ব্রাফমবু য়াত্রাগা খোঙনাং পান্বীগা অহিংবা মী অমগা মান্ননা ব্রারী ব্রাতায় শান্নদুনা আব্রায়-অখুম তৌনহনবা অসি অঙাংহলগী কবিত্ব শক্তিননি। অপাবশিংগী মীৎমাঙদা খোঙনাং পান্বী অমবু থব্রায় পানবা মী অমগুম উহল্লিসি কবি অসিগী হৈশিংলবা খূৎশেম অমদি মাগী মপান নাইদ্রবা কল্পনাগী শক্তিতনা প্রকৃতিগী থব্রায় হাপ্লিবনি।

ইন্দুনা পোক্লকম লম্দম মালুখুন থাদোক্কুনা মৈতৈ লৈবাক্তা চৎলমদাইদা হৌমিন-কামিন্নবকপা লৈকোনগী-লৈরাংশিনা পীরকপা বীদাইগী ব্রারীশিংনা অপাবা-অতাবশিংগী থম্মোয় হেন্না নৌহল্লী। মতাং অসিদা শিঙেঙল লৈরাং-শিংনা মরোল থোকপা নুপীজা অমগুম ইন্দুগী মফমদা কায়না বীদাই পীবগী মতাংদা :

"শিঙেঙল ইন্দু ইতারোই; চান্নথোইবী! কমদৌনি
মতা লৈরাং পাংদবী নুজা কনা ঙাকপিনি!
উরি ওইনা হৌদুনা পামেল 'মদা য়েঙঙমদে
পান্বী ওইনা য়ুংদুনা লৈরাং লেপ্পা ওমজদে
... ...
লৈরাং ঐগী লম্দমবু লমহাং তাহৌরগনি,
নুরা লৈতরবদি যাতি ঐদি কমদৌনি।"

শিঙেঙন ইন্দু,লা : ৩২/১৯৯৩।

হিজম অঙাংহলনা নিংথমথাগী মমৈ পঞ্চমী মমাংদা ব্রাকচীংগী নোংনা উফুল ফাজিন্দুনা উফুল তৌহন্দ্রবদা অমসুং লৈচীন থাদ্রবা তাইবং মীওইবদা নুংঙাইহনবা প্রকৃতিগী ফজববু অসুন্না শৈথারি

নিংথমথাগী মমৈদা শ্রী পঞ্চমী মমাংনি
নিংথম উফুল অপুম্বা ব্রাকচীং নোংনা ফাবনি
কোরৌ মঙালদুসু নোংমা নোংমা কল্লকলে
অতিয়াগী মকোইদা লৈচিন মাইহিং কাদরে
তাইবং মীপুম খুদিংনা মাগী মগুন শক্লরে।

শিঙেঙন ইন্দু, লা: ৬১/১৯৯৩।

ঋতু পূম্নমক্তগী অথোইবা বসন্তগী মতমদা উপাল-ব্রাপাল হৈরাং-লৈরাংশিংনা নৌনা য়েন্নিং হুল্লুক্লুনা মপূং মরৈ ফারকপগী নিংথীরবা মহৌশাগী শতমবু অসুন্না থারি :

বসন্তগী মতমনি হৈরাং লৈরাং শাৎলিবা
তলা পামেল পুম্বনা মদোম মপুং ফারকপা
লৈরাং খোইমু কাংবুনা পুক্নিং মকা লামমকপা
তাইবং পান্বা অপুম্বা খোইরুম মোমোন নোক্লবা
ঋতু নিংথৌ হায়দুনা তাইবং কোলোই শক্লবা,

শিঙেঙল ইন্দু, লা: ৬৫/১৯৯৩।

কাব্য অসিগী নায়িকা ইন্দুগী ব্রাখলনুংদা আব্রাবা মায়োক্লরকপা মতম, ব্রাখল লংলা লংজিন মাঙলকপা, খোমলেন মঙলানদসু অব্রাবা আকিবনা থৌদোক ওইরকপা ইন্দুনা পুম্রিগী লৈরাং মখোঙদা চুমদ্রিং লেপ্পুদুনা নুরা মাগী অব্রাবা মপাও তমজরুই। শিঙেঙল লৈরাংতগা সংঙ্গ ওইজরবী ইন্দুনা আব্রাবা দশা তারবদা লৈরাং মাঙোনদা চঙজরুই। অসিগুম্বা মতাংদা লৈরাংশিংগা ইন্দুগা অনীনা ব্রারী শান্নবগুম অপাবশিংগী মীৎমাঙদা উহল্লি। ইন্দুগী আব্রাবা তাবদা মরোল থোকপা তাইবঙ মীগুম খুল্লকই।

"নুশি খোইরোই ইতারোই,
লংলা লংজিন পুথোকপা নতা ইতিক চাররোই
নুরা নংগীদমকনি কপচ-মখৈ মঙাইদো,
বোনগী লৈরাং ঐখোয়দি য়াব্রা খোন্থোং সুদেকো।
চিন্নাইদবী নতানি করি নতেং পাংগনি,

শিঙেঙন ইন্দু, লাঃ ৭৩/১৯৯৩।

হিজম অঙাংহলনা মাগী শিঙেঙল ইন্দু কাব্য অসিদা ব্রাহৈ শেম্বগী হৈশিংবা তাবদসু য়াম্না নুংঙাইবা পোকপা মওংদা নীংথিজনা লেংশিনবীরম্মী। কবি অসিগী ইবগী মওং, ব্রাহৈ-ব্রাতা, ছন্দনচিংবা কয়া নুংগী ওইবা থম্মোইগী ঈহৌ, কল্পনাগী শক্তি, ভাব অমসুং কলাগী ওইবা শক্তম কয়াবু কাব্য অসিদা ঈচেল অমত্তা ওইনা চেম্থহন্দুনা হাইনিংঙাই লৈতনা নীংথিজদুল্লি।

কনাগুম্বা কবি অমগী মগুন খঙবদা মহাক্লা প্রকৃতিবু কয়া য়াম্না মশক খঙবগে অমদি কয়া কুপ্না প্রকৃতিবু য়েংবগে হায়বগি মরু ওই। মসিগী ময়েক লারবা খুদমদি মহাকবি

কালিদাসনি। মহাক্কি কল্পনা শক্তিনা প্রকৃতিদা য়েংলিবা মীৎয়েং মালেম পুম্বগী মীয়াম্না মাগী মেঘদুততা উবা ফংখ্রবনি। মতাং অসিদা কবিত্ব শক্তি নৎএগা প্রতিভা হায়বসিনা অচৌবা থৌদাং লৌই। হায়রিবা ব্রাফম অসি হিজম অঙাংহলগী মফমদদি পূম্নমক অমত্তা চিখদনা য়াত্তরি। অঙাংহল মহৌশাবু মশক খঙবতা নত্তনা মসিবু মাগী খূৎইগী শরুক অমা ওইনা শীজিন্নবা উবা ফংই। মাগী সাহিত্যদা অপাবশিংগী মীৎমাঙদা য়েক্লিবা মহৌশাগী শক্তমশিং অহিঙবা অমগুম উহনবা ঙম্মী। মতাং অসিদা এলাংবম দিনমনিনা অঙাংহলনা প্রকৃতিবু পামজবগী মতাংদা পল্লম্বা ব্রাহৈ খরা নীংশিংবা য়াই :

The poet is charmed by the beauty of nature and the human. He has a vest treasure similitude and prosopoecia by which this beauty is portrayed. Glimpses of the personification of nature and non human phenomena twinkle in this long poem.

অঙাংহলনা কাব্য অসিদা প্রকৃতিবু থাবা মতাং কয়াদা অমেংবা, থোৎনৌবা ব্রাহৈ ব্রাতা কয়া কবি অসিগী মশাগী পীথোরকপা প্রতিভাগী মগুনতা নওনা মাগী কল্পনা শক্তিতনা কাব্য অসবিু ফজবা হেনগৎহল্লি।

বরাক তম্পাক্কী মৈতৈ লাই হরাওবা
(কছাড়গী বিন্নাকান্দি খুন্নৌদা মীৎয়েং থল্লগা নৈনবা)

সি.এইচ. মনিকুমার সিং
এসিস্টেন্ট প্রোফেসর
মণিপুরী ডিপার্টমেন্ট
রাধামাধব কলেজ, শিলচর

বিন্নাকান্দি খুন্নৌ হায়রিবা খুঙ্গং অসি কছাড় জিলাগী লক্ষিপুর সার্কলগী মনুং চনবা খুন অমনি। খুন অসি বরাক তুরেলগী খা তোর্ব্বান্দা লৈ। মসিগী অব্রাং-তোর্ব্বান্দনা লক্ষিপুর খুন্নৌ হায়বসি লৈ। বিন্নাকান্দি খুন্নৌদা চাওরাক্না য়ুম্নাক ৫০ রোম অদুগা য়ুমকোক ২০০ রোমনা খুন্দারি। খুন অসিদা চহী খুদিংগী নৎত্রবসু ইতৎ তৎতনা লাই হরাওবগী থৌরম পাঙথোকই। খুঙ্গং অসিদা পাঙথোকলিবা লাই হরাওবগী মশক অসি কংলৈ হরাওবা হায়না খঙনরিবা লাই হরাওবগী মখল অদুনি। খুন অসিদা সাগপম শাগৈনা য়ুম্বু ওইবা খুনগী ওইবা মহাদেবগী লাইশঙ অমা লৈ। হায়রিবা লাইশঙ অসিগী সমাঙদা নৎত্রগা লৌবুক লমহাং অমদা মতম মতমগী ওইনা লাই হরাওবগী থৌরম পাঙথোকই। মতম মতমদা লাই হরাওবগী থৌরম অসি অখন্নবা ইমুং অমনা লাইবু ওইরগা পাঙথোকপসু য়াত্তই। অদুম ওইনমক অয়াম্বা মতমদদি খুনগী য়ুমথোং খুদিংদগী শেনখায় তৌরগা পাঙথোকই। লাই হরাওবগী মতম অসি অয়াম্বা মতমদা নুমিৎ তরেৎনি ন্যত্রগা তরামাথোইনি তৌদুনা পাঙথোকই।

লাই হরাওবগী ইরাৎ-থৌনি পাঙথোকপদা অমাইবা অমাইবীশিংনা মরু ওইবা থৌদাং লৌই। লাই হরাওবা থৌরম অমদা লিক্লবদা মাইবা অনী অমসুং মাইবী অহুমদি চংঙি। মখোয়শিং অদুগী মরকতা মকোক চিংবা মাইবা অমসুং মকোক চিংবী মাইবী হায়দুনা অমুক খায়দোকই। বিন্নাকান্দি খুনগী লাই হরাওবা খুদিংগী মণিপুরদগী খঙ-হৈরবা মাইবা-মাইবী কয়া খুনেক তৌদুনা পুথরকই। মসিনা মরম ওইদুনা খুন অসিগী লাই হরাওবগী মপুং ফাবা মশক অমসু ঐখোয়না উবা ফংভি।

লাই হরাওবগী অহানবা থৌরম পরেং ওইনা হরাওবা হৌগদবা নোংমা ব্রাৎলিঙৈদা পোলাং নত্রগা উনা শাবা শক্তমদা কোনয়াই হাপ্লগা ফিজেৎ লৈতেংই। মসিবু লাই

ফি শেৎপা হায়না খঙনৈ। মসিগী তুংদা অমাইবা অমাইবীনা লুচিংদুনা লাই পুবগী থৌদাং য়াগদবা খুনগী মীয়ামগা লোয়ননা বরাক তুরেলদগী লাইগী মথরায় লৌখৎপগী থৌরম পাঙথোকই। অসুন্না থবায় হাপ্লবা লাই ফমদেংবা লোইরবদা লাই হরাওবা হৌরে।

লাই হরাওবগী নোংমগী থৌরম ওইনা অয়ুক অঙনবদা মাইবনা পেনা শক্তুনা লাই য়াকৈ। মসিগী তুংদা মাইবীনা লাইমাঙ ফমদুনা লাইবাউ চেল্লি। নুংথিলগী মতম য়ৌরবদা ইহান হানবা ওইনা মাইবীনা জগোই ওকপা শাদুনা নুংথিলগী থৌরম পরেং হৌদোকই। মথংদা লৈরোই হজ্ঞবা হিদংনা ফিরোই শুনা শেৎলগা লৈ লাংই। মসিগী তুংদা লৈকাইগী মীওইশিংনা নাৎকী ওইবা হরাও-কুম্মৈ উৎপা জগোই শাবা, ঈশৈ শকপনচিংবা তৌরবা মতুংদা লাইবৌ লা থাদুনা লাইবৌ চোংই। লাইবৌ চোংবা লোইরগা অনোয়রোল শক্লবা তুংদা ব্রাকোল শক্তুনা লাই নাউশুম্মী। লাই লোইগদবা নোংমা মমাঙদা লাই নুপী থি। মসিবু কোরী ফাবা হায়নসু খঙনৈ। নুমিৎ অসিদা লাইনিংথৌগীদমক কুমারী ওইরীবী নুপীমচা অমবু মাইবীনা লাইগী নুপী ওইনা ফাই। মসিগী তুংদা লাই নুপী অদুবু ফিজেৎ লৈতেংবীদুনা লাইমাংদা জগোই খুৎথেক কৎহললি। লাই হরাওবগী অরোইবা নুমিত্তা তাঙখুল থোকপা হায়না খঙনবা তাঙখুল নুরাবী অনীগী লীলা শান্নে। মসিদা খুনগী অহল ওইরবী ময়াম থোক্তুনা খুত্তা চৈশু পায়দুনা পাম য়ানবগী থৌরমদা শরুক য়াই। তাঙখুল থোকপগী থৌরম লোইরবা মতংদা ঔগ্রী হংগেল চিংদুনা, খেনচো, পাউশা ঈসৈ, হিয়ানলোন শক্তুনা লাই লোইশিল্লি। লাই নোঙ্গাখ্রবা তুংদা কোনয়াই থাই। মসিবু লাই তেথবা হায়না খঙনৈ। মথংগী নুমিত্তা খুনগী অহল-লমন, ইমা-ইবেনশিংনা শরোই খাঙদুনা খুনগী খুনকোক অমদি খুনদোন অনীদা লমলাইশিংদা চাকথা পী।

কছারগী বিন্নাকান্দি খুন্নৌদা মতম মতমগী ওইনা লাই হরাওবা অসিদা লাইনিংথৌনা পেনবিদুনা লৈবাক খুঞ্জাও লৈচাওবা পীনবিদুনা খুন অসিগী মীয়ান্না অনা অয়েক য়াওদনা নুংঙাই-য়াইবী মরাং কায়না হিংবা ফংজরিবনি হায়না থাজনৈ। মরম অসিনা খুন অসিদা মমাংঙৈদগী হৌনা ঙসি ফাওবদা লাই হরাওবগী ইরাৎ-থৌনি অসিমদি লেপ্পা লৈতনা পাঙথোকলি।

খম্নু

Rupali Singha
TDC 2nd Sem.

খম্মু কেগেদা সরা ওইরবা মোইরাং লমজা তারবা খম্বগী পলেমশকপী মচেমনি। মহাক্কী পম্থৌগী মিং পুরেমবা অমসুং পলেমগী মিং ঙাঙ্খরৈমা কৌই। তশেংবদি খম্নু নিংথৌগী ঈনি। পুরেমবনা কৈ মঙা চঙনা ফাদুনা মোইরাং নিংথৌগী মথব্রায় কনবিখিবগীদমক নিংথৌনা মহাক্কী তালোই অতোম্বী ঙাঙ্খরৈমাবু পুরেনবদা কৎথোকখিবনি। অসুম্না কৎথোকখিবদা ঙাঙ্খরৈমা পীবুকনুংদা মিতমখিবী খম্নুবু পুরেমবগী মচা ওইনা ফংজখিবনি।

খম্নুনা পাঙ্গল মপূং ফাদ্রিঙৈ, লূতুং শমজি খাক্লিঙৈ পীক্লিবা মৌত্থা খম্বাবু চাওনবা য়োক্লকখি। পীক্লিবী খম্নুনা লৈকায় থুংনা খুবাক কুরোন হুমখৈ ফৌশু-লংদুনা মদুদগী ফংলকপা চেঙকূপ চেঙব্রাইনা মখোয়গী চরা ওইনখি। ফৌশু লঙবা চৎপদা নোংফাদোক থবক ফংলকত্রবদা অরৈবা খরনা মৌত্থাবু পীজরগা মানা চরা শীৎখিবসু য়াওখিদবা নৎতে। খম্নুনা মাগী পুন্সিগী অঙনবা মতমদা য়াম্না ব্রানা নংনা খাঙলকখিবসি মাগীদমক নত্তে মৌত্থাগীদমকনি। অসুম্না কনা লৈজদ্রবা খম্নুনা ব্রানা নংনা মৌত্থাবু য়োক্লবা মতুংদা পাঙ্গল চাওরক্লবা মতমদা মচেম খম্নুদা শিল্লংবা চৎলগে হায়না মচেমদা হঙ্গৎচরুবদা খম্নু মানা পীজ-পীথকচবা অসিনা মপূক থন্দ্ররোই খঞ্জখি। অদুবু মৌত্থাবু মথম্মোয়দা চৎহন্নিংদ্রবসু খম্বগী নোঞ্জব্রাহৈদা চৎকনু হায়বা ঙমখিদে। খম্নুগী অব্রাবদি শৈথাদুনা লোইবা নত্তে। চীংদা কাদুনা শীং চল্লুরবা তুংদা মোইরাং কৈথেলদা শিংজা য়োন্দুনা নোংমগী মচিন মৌত্থাগী চরা ওইজখি। অমরোমদা মোইরাং নিংঙোল ময়াম ঈন চিংবগী মতাংদা খম্বনা থোইবীগি ঈনগী হঙ্গেন থুদেকখ্রবদা থোইবীগী য়াথংনা সেনুনা খম্ববু ফাখি। লোয়ননা অঙম্বগী চৈরাক ফংলগনি খনবদা মৌত্থাবু কনবিনবা—"তৌবিগনু ননাই ঐগী ইম্থা অপঙবনি ঙাকপীয়ু" হায়না হায়খি।

মহাক্কুম্না মৌত্থা নীংবি মচেম অমা মৈতৈ লৈবাক অসিদা থিবদা ব্রানা থোক্কনি। খম্নুদি লমচৎ-ব্যবহার ফজবী অখাঙ কনবী শকত গুণদা ব্রাৎতবী মীগী মপান তাংবা পমদবী ফীদম্লিংঙাই ওইরবী অথোয়বী নুপীজানি।

.....
.....

মালংবা

Sunali Singha
TDC 2nd Sem.

মালংবা হে মালংবা
মীৎনা উবা ফংদবা নহাকপু
লমদম কৈদা লৈরিবা
চাক্লবা কালেনগী মৈচাকতা
তাইবংপান জীব পূন্নমককী
থম্মোয়বু ঈংথহনবা ঙম্লিবা
চাওরবা নোংলৈগী ঈপোমবু
হুমদুনা পুখিবা ঙল্লীবা,
বিশ্ব তাইবংপান পূন্নমকপু
লিরি-লিরি হুমদুনা
জগোয় শাহনবা ঙল্লীবা,
তাইবংপান জীব পূন্নমক্কী
শুপ্না থব্রায় পুরিবা
ঈশ্বর নহাক্কী নগুনদি
শীংথাদুনা লোইবা নাইররোই।
নহাক্কী চরণ সেবা পীনবীয়ু
মালেম অসিবু কোয়শিন্দুনা
ঙাক শেন্দুনা থম্লিবা
ঈশ্বর নহাক্কী নখুয়াখাদবু।

.....

চূমথাঙ

Radhamani Singha
TDC 2nd Sem.

মচূ তরেৎকী চূমথাঙ,
য়েংবদা য়ামনা ফজবা।
শংবান্নরবা অতিয়া অসিদা,
খঙদে করম্বা ঈশ্বরগী খূৎশেমনো।
থম্মোয় হুবা দৃশ্য অসে
য়েংবদা পেনবা নাইদ্রবা,
কয়াদা নীংথিজবা, কয়াদা ফজবা,
উরুবদা থম্মোয়বু শুহৎলিবা।
কোরৌ মঙালগা লোয়ননা,
নোংলিকনা লৈমাইদা তাবদা
মচূ তরেৎনা লৈতেংলবা চূমথাঙ,
হৈল্লী অমুক নীংথিজবা।
চাউখৎলবা ঙসিগী মালেমসিদা
তাইবঙ মীওইবনা নহাক্কী
নতৌবু তমঙম্লোই মপোকসিমগী।

.....

পুন্সি ঈচেল

Haripriya SIngha
TDC 2nd Sem.

চেল্লী পুন্সি ঈচেল লেপ্পা নাইদনা,
পলেপফমনা কদোমদনো পন্থুংফমনা কদোমদনো খঙদনা
অৱা-নুংঙাই কয়াসু মায়োকনদুনা,
ঈতিনফম খংদ তাউথরি ঈচেল অসিদা ঐহাকসু।
কল্লক মিহৌবনা থল্লবা মীৎকুপ খরগী তাইবংসিদা,
তাউথমিন্নরি ঈচেল অসিদা অমত্তা ওইনা।
চেন্থরিবা পুন্সিগী ঈচেলনা য়েংলমদেকো হৌখ্রবা ঈথিল,
নীংশিংলুরগা ঈথিল কয়া কন্না কন্না য়ৈরকই।
মীৎকুপ অমত্তা ওইরবসু চেন্থরিবা,
নীনিগী লাকপা পুন্সি ঈচেলসিদা।
অফ-ফত্ত কয়া পুখিদুনা মতমগী ঈচেলনা
ঈতিল্লুসনু সমুদ্র ঈপাক্তা নীংতন্না।

ইমা

M.Chandrakumar Singha
H.S. 2nd Year, Rool No. - 53

ইমা নংবু কৌজরি শোন্থরকলবা খোঞ্জেলশিনা
অনকপদৈসু অরাপ্পদৈশু কৌজরি নংতবু
ঙশিসু শুম্বিয়ু কৈদৌবগে নচাবু।
নাওসুম তারকতবনা অহিং কয়াসু পোথাঙমদ্রে
নথানুংদ অমুক্তদি চেৎনা কোনবিউগবা ইমাও।
নঙনদি ঐগী দমক হিংলকখি শাংলবা মতম কয়া
অমুক্তদি হিংজগে পুন্সিসে নংগীদমক
পীনবীয়ু লোইবা নাইদ্রবা পুন্সি অমা
ইমা নংগীদমক ইমা নংগীদমক।

হে শিঙ্গারৈ

Ranjita Singha
H.S. 2nd Year, Roll No. 57

কনাদসু খঙহন্দনা,
অহিংদতা ফুগায়না শাৎলকপদি
মিনোক মৈশা কিবনরা...?
নোংঙানলমদাইদা নুঙায়তনা কেনখিবদি,
মিব্রা চিরোল তানিংদবনরা...?

থেংনখিবা মিকুপতা নঙগা
থেংলবা থাবলগী অহিংদো
লৈশাৎতমনা নঙগী ইংলবা
লৈনমদুনা নঙগী মেংলবা,
ফাজিনখরে থম্মোয়সে লৈনারক্তা
কাওবা ঙমলোয় নঙবু পূন্সি শিমগী।

লৈশা অদুনা নঙগী য়েকনবনি,
লৈনম অদুনা নঙবু ব্রাহনজবনি
করিগী কিরিবনো মিনোক মৈশালক্তা...।
শাৎলরো ননিং তম্না লৈকোন্দা
অহিং-নুংথিল খায়দনা।
য়েনবিররো লৈনমদো মালঙলক্তা
ঋতু খুদিংমক্না ঙায়রি নংগিদমক
শম্বল ওইনা খাজরগে নঙগী দমক
শাৎলরো ননিং তম্না...!!!

শিবা

Ksh. Nomina Singha
H.S. 2nd Year

পোকঙমনদা, পোকপা মীওই
মপোকনি,
শিবাবু কি হায়দুনা চেনফদে
অমুক্তং পোকপা মীওই মপোকনি
অনিরক শুনা শিফদে।
পূন্সিগী অরোয়বা তানজানা য়ৌরকলবদা
কনবা ঙমদে কনানসু
অশিবৈ খায়াততগী।
তম্বা ঙমদ্রবা মীওই মপোক্নী
ঙসি হয়েং তম্বা ঙমদ্রবা,
নুঙায়বা তাইবঙ মালেম লৈকোয়পুঙ
পুন্নমক থাদোক্লম্লগা চৎখিদৌ ঙাক্তনি।
তাইবঙ পানবা অসিগি ব্াংমদা
লায়রমলেন মাগী মপু মনাক্তা
পোক্লবনিনা মীওইবা ওইনা
তাইবঙ পুন্সিদা নোংমদি
শোয়দনা শিদৌঙাক্তনি
শিদৌ লৈরবা পুন্সি অসিনা
শিববু অসুকয়াম করিগী
কিহল্লিবা করিগীনো মপু মানা?

থল্লোয়গী লাইধী

Rajosree Rajkumari
H.S. 1st Year

শেমজরুই শাজরুই ঐনা
ফজরবা, নিংথিরবা থল্লোয়গী
লাইধী। অদুবু ঙসিদি
নোংমদোল থক্কী থব্রান মিচাক্না
মচেৎ মচেৎ তানা
কেনদুনা তাবগুম তাখ্রেদো,
ঐগী থম্মোয়গী লাইধী।
লেনখিনি অসুম খন্না খন্না।
চাকলবসু লাম্মৈগী মৈচাককুম।
ঐগী মঙলান্দা লাকউকো তোয়না তোয়না
ঙাইজরি নংবু লৈকোলনুংদা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর' নাটকের অমল : মৃত্যুর স্বরূপ

ড. সুমিতা বসু
অন্তবর্তীকালীন অধ্যাপিকা
বাংলা বিভাগ, রাধামাধব কলেজ, শিলচর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'ডাকঘর' নাটকটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাঙ্কেতিক নাটকগুলির অন্যতম। এই নাটকের বিষয়বস্তু যে শাশ্বতভাবকে রূপায়িত করেছে তার আবেদন সর্বদেশে ও সর্বকালে। পার্থিব জীবনে মানবাত্মা ক্রমাগত নানা বন্ধনে আবদ্ধ হতে থাকে। তাতে সে অস্থির হয়ে উঠে এবং ক্রমাগত মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়। অবশেষে ঈশ্বরের কৃপায় মৃত্যুরূপে এই মুক্তির আবির্ভাব হয়। এই মৃত্যু সম্পর্কে সমালোচক অশোক সেন তাঁর 'রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা' গ্রন্থে বলেছেন— ''সাধারণ লোকে মৃত্যুর বাহ্যিক ভয়াবহ রূপটাই দেখিতে শেখে— মৃত্যু যে মুক্তিদূত-মৃত্যুই যে ঈশ্বরের বারতালিপি বহন করিয়া আনে— সীমার ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে হইতে অসীমের ব্যাপ্তির মাঝে লইয়া যায়...''

এই 'ডাকঘর' নাটকে প্রধান চরিত্র একটি শিশু। তার নাম অমল। এর কারণ বোধ হয় এই যে শিশু মনই সবচেয়ে নিষ্পাপ —ঐশ্বরিক মহিমা শিশুর কাছেই সহজে প্রতিভাত হয়। তাছাড়া সকল দেশের সাহিত্যিকরাও এই বিষয়ে একমত যে শিশুরাই পারে ঈশ্বরকে সহজভাবে জানতে।

'ডাকঘর' নাটকের অমল শিশু বলে আমরা একথা কখনও যেন মনে না করি যে শিশুচিত্তের ব্যথা-বেদনা, খেয়াল ও সাধকে বাস্তব পন্থায় রূপদান করাই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য। 'জীবন স্মৃতি'-তে শাসনগণ্ডিতে বদ্ধ নিজের শৈশব জীবনের যে বেদনার কথা বলেছেন, অমলের চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে সে কথা তাঁর নিশ্চয়ই মনে ছিল, কিন্তু শিশু জীবনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ তাঁর এ নাটকের অভিপ্রায় নয়। শাসনের চাপে ক্লান্ত পীড়িত আত্মার ক্রন্দন এবং তার মুক্তির ইঙ্গিতই এ নাটকের মূল বিষয়। আর এ জন্য তিনি আশ্রয় করেছেন শিশু অমলকে। এ নাটকের অভিপ্রায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 'ডাকঘর' যখন লিখি তখন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল। ...প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল চল বাইরে, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হবে— সেখানকার মানুষের সুখ-দুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে। ...রাত দু-তিনটের সময় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা পাখা বিস্তার করল। ...আমার মনে হচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে, হয়তো মৃত্যু। ...কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা

...'ডাকঘরে' প্রকাশ করলুম। মনের মধ্যে যা অব্যক্ত অথচ চঞ্চলতাকে কোনওরূপ দিতে পারলে শান্তি আসে। ...আমার মনের মধ্যে বিচ্ছেদের বেদনা ততটা ছিল না। চলে যাওয়ার মধ্যে যে বিচিত্র আনন্দ তা আমাকে ডাক দিয়েছিল।"

আসলে 'ডাকঘর' নাটকের কেন্দ্রিয় চরিত্র অমলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন তথা বাল্যজীবনের কল্পনার সঙ্গে রচনাকারের মনোভাব ও বেদনা একসঙ্গে মিশে যেন একাকার হয়ে গিয়েছে। অমলের চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের নিঃসঙ্গ রুদ্ধ জীবনের ছবিও প্রতিফলিত হয়েছে।

এই নাটকে অমল অসুস্থ। কবিরাজ এসে তার পিসেমশাই মাধবদত্তকে বলেছেন— 'খুব সাবধানে রাখতে হবে।' তারা দুজনে মিলে অমলকে ঘরে দরজা বন্ধ করে রাখতে চেয়েছিলেন। কারণ বাইরের রৌদ্র, বাতাস কোনটাই সেই বালকের পক্ষে প্রতিকূল নয়, কিন্তু শিশুমনের অধিকারী অমল ঘরে থাকতে রাজী নয়। সে চায় ঘুরে বেড়াতে-নিজের চোখে সবকিছু দেখতে। অমল যেন সুদূরের পিয়াসী বাইরের বিশ্ব অমলকে যেন টানছে, বাইরে বেরিয়ে আসতে। প্রকৃতির বর্ণ, গন্ধ, আলো, বাতাস প্রভৃতির সকল সৌন্দর্যসম্ভার তাকে নিয়ত আকর্ষণ করে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য। জানলার কাছে বসে সে যে পাহাড় দেখে —তার ইচ্ছা হয় পাহাড়টা পার হয়ে যেতে।

বাইরে লোক যেতে দেখলেই অমলেরও ইচ্ছে করে তাদের মতো ঘুরে বেড়াতে। ঘরে বসে বসে তার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। 'সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া মানবাত্মাও যেন এমনি করিয়াই আকুল হইয়া উঠে।' —ইঙ্গিতে এই কথাই যেন নাট্যকার বলতে চেয়েছেন। বিদেশী লোক দেখলেই অমলের ভাল লাগে। কারণ তাদের মধ্যে রয়েছে অপরিচয়ের রহস্য, অজানা দেশের পরিচয়।

দইওয়ালা যখন জানালার কাছের রাস্তা দিয়ে হাঁক দিয়ে যায়— 'দই-দই ভালো দই।' এ ডাক অমলকে উদাস করে দেয়। সেই দইওয়ালাকে ডেকে তাদের গ্রামের খবর শুনে— যে গ্রাম পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় শ্যামলী নদীর ধারে। কল্পনায় সেখানকার সকল কিছু যেন অমলের চোখের সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠে। তারও ইচ্ছে করে সেই দইওয়ালার মতো সেও হাঁক দিয়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে ঘুরে বেড়াবে। রাস্তার যে প্রহরী পায়চারী করে বেড়ায় তার সঙ্গেও অমল আলাপ জমায়। প্রহরী যে ঘণ্টা বাজায় ঢং, ঢং, ঢং, ঢং, ঢং— তা শুনতে অমলের ভারি ভাল লাগে। অমল প্রহরীর কাছ থেকে জানতে পারে যে 'সময় বসে নেই, সময় কেবলই চলে যাচ্ছে, কোনও দেশ তা কত জানে না।' অমলের ইচ্ছা সেও সময়ের সঙ্গে সেই দেশে চলে যাবে।

শিশুর নিরুদ্দেশ যাত্রার প্রবণতা, খেয়াল কল্পনায় তন্ময়তা, সুন্দর ও কৌতুহল প্রিয়তা, বাইরের চলার ঝোঁক সবই স্বাভাবিক। নাটকের শেষে অমলের রোগবৃদ্ধি পেয়েছে এবং সে শয্যাগত। মাধব দত্তও তাতে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। শেষে অমলকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখা যায়। প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া হয়। সকলে স্তব্ধ হয়ে যান; কিন্তু অমলের এ ঘুম কি আসলে তার মৃত্যু। এ বিষয়টি অনেক রবীন্দ্র সমালোচককে ভাবিয়েছে। আসলে অমলের মৃত্যু ঠিক মৃত্যু নয় জীবন্মুক্তি। জীবিত অবস্থাতেই সে নবজন্ম লাভ করেছে— অর্থাৎ জীবন্মুক্তি।

এই মৃত্যু সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়েছেন যে, 'ডাকঘরের অমল মরেছে বলে সন্দেহ যারা করে তারা অবিশ্বাসী-রাজবৈদ্যের হাতে কেউ মরে না— কবিরাজটা ওকে মারতে বসেছিল বটে।' অর্থাৎ আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথ অমলের মৃত্যুকে স্বীকার করেননি। উল্লেখ্য, লৌকিক কবিরাজের চিকিৎসাশাস্ত্র আমাদের জানান দিয়েছে যে অমল

মৃত্যুর পথে চলেছে। তার ব্যাধি আর সারবার নয়। মাধবদত্ত বেদনার সঙ্গে সে কথা বিশ্বাস করেছেন; কিন্তু রাজবৈদ্য এসে অমলের ঘরের দরজা-জানালা সব খুলে দিতেই অমল খুব সুস্থ বোধ করেছে দেহের ব্যথা বেদনা কমে এসেছে। অমল ঘুমিয়ে পড়েছে রাজ কবিরাজ অমলের মাথার পাশে বসে আছেন। তখন সুধা এসে জিজ্ঞেস করেছে— 'ও কখন জাগবে?' রাজ কবিরাজ বলেছেন রাজা এসে, যখন ওকে ডাকবেন তখন। সুধা তখন বলে অমল জাগলে ওকে বলার জন্য যে সুধা তাকে ভুলেনি। সুধার এই কথার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সংকেত দিয়েছেন যে, পৃথিবীর সঙ্গে অমলের সম্পর্ক এখনও শেষ হয়ে যায়নি। রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রতিটি নাটকেই রাজা আছেন। এই রাজা অরূপ দেবতা— পরমাত্মা বা যেই হোন তিনি অসীম-অনন্ত, যার উদ্দেশ্যে অমল যাত্রা করেছে। আসলে অমল সীমা থেকে অসীমের দিকে যাত্রা করেছে। অমলের চিত্ত মুক্তি ঘটেছে —যেখানে জননীরূপে সুধার আকণ্ঠ সে সুধা ধরণীকে নতুন করে পাবে। নাটকে আত্মার বন্ধন ও মুক্তির কথা আছে, রবীন্দ্রনাথ পূর্ণতার, অখণ্ডতার পূজারী। তাই বাইরের পৃথিবীটা তাকে ডেকেছে। আসলে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হল বাইরের আকর্ষণ যেমন সত্য ভেতরের বন্ধনটাও তেমনি সত্য; কিন্তু ভিতরের বন্ধন যখন প্রাণকে দৃঢ় মুষ্ঠিতে বেধে ধরে, অন্তর্আত্মা পীড়িত হয়ে মরতে বসে, তখন এ বন্ধন ছেদন প্রয়োজন, আর আমাদের জীবনে বন্ধন ও মুক্তি দুটোর প্রয়োজনই রয়েছে।

আর রবীন্দ্রনাথ সদানন্দ, মুক্তপুরুষ ঠাকুরদার মুখেই জানিয়েছেন যে ঘরের আকর্ষণও মিথ্যা নয়। তাই তিনি অমলকে ঘরে ধরে রাখবার মতো খেলাও শেখাবেন বলে মাধবদত্তকে বলেছেন। অমল প্রথমদিকে দুঃখ পেলেও জানলার পাশে বসে আর দুঃখ পায়নি; কিন্তু জানলাও যখন বন্ধ করে দেওয়া হয় তখনই দুর্গতি। অমলের যে মৃত্যু এখানে তা অসীমের পথ হয়ে জীবনে নেমে এসেছে এবং মৃত্যুর স্পর্শে জীবন খুশি হয়ে উঠছে নিয়ত। এমনিভাবেই রবীন্দ্রনাথ জীবনের মধ্যে মৃত্যুকে মিলিয়েছেন এই নাটকে। অতিপরিচয়ের জন্য আমাদের আশপাশের অনেক জিনিষেরই সত্যকার সুন্দর স্বরূপ আমাদের নজরে আসে না। এগুলি হারিয়ে যাবার পরই তাদের প্রকৃতমূল্য বুঝতে পারি। বাহির বিশ্ব থেকে সরিয়ে এনে যখন অমলকে ঘরে বন্দি করা হল তখন বাহিরের অতি সামান্য-সামান্য বস্তু এবং প্রাণীর মধ্যে সে দেখতে লাগল কত রহস্য; আনন্দ, এবং সৌন্দর্যের উপাদান। তেমনি তার মৃত্যু অনেকের কাছেই যেন রহস্য; আসলে অমলের মৃত্যু হয়নি। অবিশ্বাসী মাধবদত্তের কাছে অমলের ঘুমিয়ে পড়া মৃত্যু হতে পারে; কিন্তু আত্মিক জগতে অমলের মিলন ঘটেছে, ফলে যারা বলেন 'ডাকঘর' নাটকের মূল বিষয় অমলের মৃত্যু তারা আসলে বন্ধ খাঁচার বন্দি।

আমাদের কর্ম ও সংস্কারের জঞ্জাল দিনে দিনে জমে উঠে চারদিকে একটা বেড়া তৈরি করে তোলে। আমরা চিরজীবন আমাদের নিজের সেই বেড়ার মধ্যেই আবদ্ধ থাকি, জগতের মধ্যে থাকি না। অন্তত মাঝে মাঝে সেই বেড়া ভেঙে বৃহৎ জগৎটাকে দেখে এলে বুঝতে পারি আমাদের জন্মভূমিটি কত বড়-বুঝতে পারি জেলখানাতেই আমাদের জন্ম নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'আমার সকলের চেয়ে বড় যাত্রার পূর্বে এই একটি ছোট যাত্রা দিয়ে তার ভূমিকা করতে চাচ্চি— এখন থেকে একটি একটি করে বেড়ি ভাঙতে হবে তারই আয়োজন।' আমাদের অমল যেন এই ঘুমিয়ে যাবার মধ্যে সেই বেড়ি ভাঙতে চেয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ —

১) অশোক সেন— রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, ২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — রবীন্দ্র নাটক সমগ্র

কালো ছেলের হলুদ হাসি

ভাস্কর জ্যোতি দাস
প্রাক্তন ছাত্র

চাকরি পাওয়ার প্রায় তিন বছর পূর্ণ হতে চলল অর্ক-এর। শহর থেকে, এত দূরে চাকরি পেলেও দমে যায়নি অর্ক। চালিয়েছে নিজের জীবন পেটের তাগিদে। কিন্তু এর মধ্যে দেখেছে বহু ঘটনা, পেয়েছে অনেক নতুন ধারণা। সঞ্চয় করেছে হাজার অভিজ্ঞতা।

স্কুলে অনেক ছেলেদের মতো একটা অদ্ভূত রকমের ছেলে ছিল। শরীর শুধু অস্থিসার, মাংসের লেশমাত্র নাই, চোখ দুটি কোটরে ঢুকে গেছে, মাথাতে তো কস্মিনকালে তেল দেয়নি। হলুদ ময়লা দাঁত বের করে সবসময় হাসতে থাকে। ছেলেটার পাশ দিয়ে গেলে একটা বিশ্রী রকমের গন্ধ বের হয়। ক্লাসের অন্য ছেলেগুলি ওর সঙ্গে মেশতে চায় না। তবে মাঝে মাঝে খেলতে ডাকে, যদিও সে পারে না; শেষ অব্দি দাঁড়িয়ে দেখে তার দাঁত বের করে হাসে।

স্কুলে সব শিক্ষক সমান হয় না, হেড দিদিমণি বরাবর ছেলেটাকে বকা-ঝকা করে, শাস্তি দেয়। আর সব থেকে বেশি ওকি নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। ক্লাসের অন্য ছাত্ররা এতে সব থেকে বেশি আনন্দ পায়। যখন হেড দিদিমণি ছেলেটার ময়লা কাপড়-চোপড় আর নখের ডগাতে থাকা জমা ময়লা নিয়ে বকা দেন অন্য ছাত্ররা নিজেদের পরিস্কার বা আধময়লা কাপড় আর নখ দেখে গর্ব বোধ করে। কিন্তু ছেলেটার মনে হয়তো ব্যথা হয় না তাই বকা খেয়েও তার হলুদ দাঁতের হাসি সবাই দেখতে পায়।

হেড দিদিমণির এই ব্যবহার অর্ক-এর সবথেকে বিশ্রী লাগত। সে এই লাস্ট বেঞ্চের দেওয়ালে পিঠ ঠেকানো ছেলেটার প্রতি একটি আলাদা মায়া অনুভব করত, সে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পেরেছে তার পরিবারের কথা। সকালে ওঠেই মাঠে নামে, ওখান থেকে স্কুলে আসে পেটে পড়ে আবার পড়েও না। ওকে দেখার, ভালোবাসার, স্নেহ করার কেউ নেই। মা অনেক আগেই মরে গেছে। অর্ক মাঝে মাঝে দশ-কুড়ি টাকা দেয়, খাবার কিনে খাবার জন্য, অর্ক ওর পাশে বসে নানান রকম কথা বলে, গল্প শোনায়, ছেলেটি হলুদ দাঁত দেখিয়ে হাসে।

একদিন মনের জোর দেখিয়ে মাঠে খেলতে নামে। কিন্তু ওই শীর্ণ শরীরটা নিয়ে পেরে ওঠে না অন্যদের সঙ্গে। ধাক্কা খেতে খেতে খেলতে থাকে। শেষে সবশক্তি একসাথে নিয়ে ছুটে যায়, আবার ধাক্কা এবং পাল্টি খেয়ে পড়ে যায় কালো ছেলেটা। ভেঙে

যায় কটা হলুদ দাঁত। ওঠে দাঁড়িয়ে আবার হাসে, দাঁতহীন হাসি, আরও অদ্ভুত হয়ে ওঠে।

ওই ছিল তার শেষ দিন স্কুলে। তারপর কদিন সবাই লাস্ট বেঞ্চের কালো হ্যাঁংলা ছেলেটাকে খুঁজেছে, কিন্তু পায়নি। তারপর আস্তে আস্তে সবাই ভুলে গেলেও অর্ক ভুলে না। ছেলেটার ঘর একটু দূরে। খবর নিয়ে জানতে পারে যেদিন ছেলেটার হলুদ দাঁত পড়েছিল ওইদিন তার বাবা 'হলুদ রোগ' অর্থাৎ জন্ডিস ছিল, ছেলেটি বাড়ি গিয়ে পিতাকে মৃত্যুশয্যায় দেখেছে। অনাহারে-অর্ধাহারে স্যামের বাগানের মানুষের যা হয় তাই হয়েছে।

অর্ক হাজির হয় ছেলেটার বাড়িতে, ছেলেটা এখন কাকার খেতে বাড়িতে কাজ করে। বীজ রোপণ করে, ঘাস কাটে, বাসন মাজে, জল আনে, বাজার বয়ে আনে ইত্যাদি ইত্যাদি বিনিময়ে ভাত খেতে পায়। কালো শীর্ণ ছেলেটা অর্ককে দেখে আবার দাঁতহীন হাসি হাসে। অর্ক-এর ভারি রাগ হয়। এই হাসি দেখে মনে হয় এক সপাট চড় দিয়ে বাকি হলুদ দাঁতগুলি ফেলে দেওয়ার। আবার মায়াও হয় জীবন-যুদ্ধে হেরে যাওয়া, ভাগ্য-বিড়ম্বনার শিকার এই ছেলেটার উপর। চলে আসার সময় ছেলেটার হাতে দুটি পাঁচশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে অর্ক চলে আসে। অর্ক একবার ফিরে তাকায়, কালো ছেলেটি হাসে, তবে এবার নীচের হলুদ দাঁতগুলি বের করে হাসি। আরও অস্বস্তিকর এই হাসি।

°°°°°°°°°°

নিঃশ্বাস

দিলু দাস
প্রাক্তন ছাত্র

সুদীর্ঘ পথ ধরে সেই যে চলা আজও ক্রমে
চর্যাপথ থেকে নাটোরের বনলতা সেন দীর্ঘ পথ পরিক্রমা।
নিবিড় শান্ত পল্লির বুকে আজও অজস্র সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস
পল্লির বুকে ঝড়ের মতো আছড়ে পড়ে।
ঘন নিশ্বাস ক্রমে আরো ঘন হয়ে পড়ে ধীরে ধীরে
পেঁচার কালো অন্ধকারের পালকে হারিয়ে যায়;
তার কোনো মানে হয় না।
আসলে সব কিছুর ব্যর্থতা জানিয়ে ক্রমে ঝড়
প্রলয়ের দীর্ঘ হাতছানির মাঝে বোনা হয়
প্রদীপের পাকানো খেলা।

.....
.....

মজার মজার ধাঁধা

বিভীষণ সরকার
স্নাতক ৫ম সেমিস্টার

১। আমি তুমি একজন দেখিতে একরূপ, আমি কত কথা কই তুমি কেন থাক চুপ।
◆ নিজের ছবি।

২। অজগরের মত এঁকে বেঁকে চলে, চুরমার করে মারে, পথে কিছু পেলে।
◆ ট্রেন বা রেলগাড়ি।

৩। আকাশের বড়ো উঠান, ঝাড়ু দেওয়ার নেই, এই যে ফুল ফুটে আছে, ধরবার কেউ নেই।
◆ তারা

৪। আকাশ থেকে পড়ল ফল, ফলের মধ্যে শুধুই জল।
◆ শিলা।

৫। উলটা দেশের আজব কথা, সত্য কিন্তু বটে, পেট দিয়ে সে আহার করে, মাথা দিয়ে চাঁটে।
◆ গর্ভস্থ সন্তান।

৬। এপারে ঢেউ, ওপারে ঢেউ, মধ্যখানে বসে আছে বুড়া বেটার বউ।
◆ শাপলা।

৭। এমন কোন স্থান আছে দেখতে সেথা পাই, মাকে দাদী, বৌকে মা, বাপকে বলে ভাই,
উত্তরটা একটু খুঁজলেই পাবে, মাথায় হাত দিয়ে, কে এতো ভাবে।
◆ অভিনয় মঞ্চ।

৮। কোন সে শয়তান, নাকে বসে ধরে কান।
◆ চশমা।

৯। বলুন তো এমন কোন সে বস্তু পৃথিবীতে নেই,
তোমার আমার মুখে কথায় তবু আছে সেই।
◆ ঘোড়ার ডিম।

১০। হাত আছে পা নেই, বুক তার কাটা,
আস্ত মানুষ গিলে খায়, মাথা তার কাটা।
◆ শার্ট।

১১। শুইতে গেলে দিতে হয়, না দিলে ক্ষতি হয়,
কালি দাস পণ্ডিতে কয় যাহা বুঝেছ তাহা নয়।
◆ দরজার খিল।

১২। পোলা কালে বস্ত্রধারী যৌবনে উলঙ্গ,
বৃদ্ধকালে জটাধারী মাঝখানে সুড়ঙ্গ।
◆ বাঁশ।

১৩। হাসিতে হাসিতে যায় নারী পর পুরুষের কাছে,
যাইবার সময় কান্নাকাটি ভিতরে গেলে হাসে।
◆ মেয়েদের হাতের চুড়ি।

১৪। আসছে কথা ভাসছে কথা কানের থেকে কানে
বেতার জিনিস আসলে কী বুদ্ধিমানেই জানে।
◆ মোবাইল।

একটু হাসো

দিপক সূত্রধর
স্নাতক ৪র্থ সেমিস্টার

স্যার : বলতো মেয়েরা বিয়ের সময় লাল শাড়ি পড়ে কেন?

বন্টু : সংসারে ঢোকার আগে এক নম্বর বিপদ সংকেত জানিয়ে দেওয়ার জন্য।

স্যার : Tense কত প্রকার ও কি কি?

বল্টু : Tense তিন প্রকার। যথা : Past Tense, Present Tense, Future Tense

স্যার : খুব ভাল! উদাহরণ দাও?

বল্টু : কাল আপনার মেয়েকে দেখেছিলাম।
আজ ভালোবাসি।
আগামিকাল নিয়ে পালাব।

স্যার : ইংরাজিতে অনুবাদ করো।
মাখন লাল সরকার, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর মামা ছিলেন।

বল্টু : "Butter Red Government was the Double Mother of God Moon Education Sea."
স্যার অজ্ঞান হয়ে গেলেন...।

বাবা : যদি পরীক্ষায় ফেল করিস তো, আমাকে বাবা ডাকবি না।
ফলাফলের দিন .....

বাবা : কি রে তোর রেজাল্ট কি হলো?

ছেলে : I am sorry Ram.

ছেলে : বাবা, আমি ঠিক করেছি বিয়ে করবো।

বাবা : কি বললি! হা হা হা হা, হো হো হো।
তা, কাকে বিয়ে করবি?

ছেলে : কেন! ঠাম্মীকে বিয়ে করবো।

বাবা : তুই আমার মাকে বিয়ে করতে চাস্? হারামজাদা, গুরুজনদের সম্পর্কে এমন ভাবতে তোর লজ্জা লাগে না?

ছেলে : যখন আমার মাকে বিয়ে করতে তোমার লজ্জা করেনি, তখন আমার কেন লজ্জা করবে?

ভিক্ষুক : স্যার... ২০ টাকা দেন... কফি খাবো।

লোক : কেন? কফি তো ১০ টাকা কাপ...

ভিক্ষুক : স্যার, সাথে গার্লফ্রেন্ড আছে তো, তাই...

লোক : ভিক্ষুক হয়ে গার্লফ্রেন্ডও বানিয়েছ...

ভিক্ষুক : জী না স্যার... গালফ্রেন্ডই আমাকে ভিক্ষুক বানিয়েছে।

একটি লোক একটি মেয়েকে প্রশ্ন করেছে...

লোক : এই মেয়ে তোমার বাবার নাম কী?

মেয়ে : ফাদার'স!

লোক : মানে কি?

মেয়ে : ফাদার মানে আব্বা তাই ফাদার'স মানে আব্বাস, আর আমার বাবার নাম হলো আব্বাস!!

সূত্র : bdknowledge.24.com

স্ট্রোক

দিলু দাস
প্রাক্তন ছাত্র

গল্পপাগলা বা গল্পপাগল এবং পাগল গল্পকার শব্দ দুটির পাশাপাশি অবস্থান যেমন ভিন্ন ঠিক তেমনি তার অর্থবোধও ভিন্ন। আর তাই কোনো পাগল গল্পকার তার গল্প বলার চেষ্টায় কীভাবে উন্নীত হয়, তাই দেখার চেষ্টায় :

শহর শিলচরের হাত পাঁচেক দূরের এক পাগল বা পাগলা গল্পকার সকালের টাইম মাফিক দশটা দশে ঘর থেকে বেরিয়ে কনকপুর বাজার হয়ে হেঁটে হেঁটে গোপাল আখড়া পেরিয়ে, রাঙ্গিরখাড়ি হয়ে হাইলাকান্দি রোডের এ.এস.টি.সি স্ট্যান্ডে এসে পৌঁছায়। তখন সকাল দশটা পয়ত্রিশ মিনিট। প্রতিদিনের জ্যাম আর শহর শিলচরের গর্তপূর্ণ রাস্তার ভিড়ের মধ্যেও কানু পাগলের উপস্থিতি সবাইকে ভীতগ্রস্থ করে তোলে। তাই প্রতিদিনের চেনা পরিচিত লোক যে যার মত করে সরে যাচ্ছিল।

এক ভদ্রলোককে দেখে কোনো রাখঢাক না রেখে বলে ফেলে— 'আর বলবেন না, কখন যে কার কি হয়, তা আমরা সত্যিই বুঝে উঠতে পারি না। এই দেখুন না, গত পরশু...

ভদ্রলোক হঠাৎ করে এক অচেনা লোকের কাছে এরকম প্রেমালাপ শুনে রীতিমতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান। পরিস্থিতি সামাল দিয়ে ভদ্রতার খাতিরে আগন্তুকের সাথে করমর্দন করে বললেন 'আমি জগদীশ গুপ্ত। ফ্রম নর্থ বেঙ্গল। এখানে বর্তমানে এম.আর।

আগন্তুক জানায় 'আমি বোস'। কেউ কেউ পি.জি বলেন। আচ্ছা সে যাই হোক। ...জানেন দাদা হঠাৎ করে গত পরশুদিন দিন-দুপুরে এভাবে আমাদের ছেড়ে চলে গেল, আমরা ভাবতেও পারিনি। আমার তো জান ছিল। কিন্তু... কোনোদিন জানেন, কাউকে কিছু বলেনি। নিজে নিজে একাই থাকত। কারোর সাথে কোনোদিন বাজে ব্যবহার করেনি।

ভদ্রলোক কথাগুলো মন দিয়ে শোনেন এবং বাক্যের নিয়মিত শব্দপূরণ হেতু 'অ্যা', 'আহা', 'হু', 'ইস' জাতীয় সংযুক্তসূচক শব্দ ক্রমান্বয়ে ব্যবহার করে যান।

ভদ্রলোকের মুখে আফশোস জাতীয় শব্দ শুনে আগন্তুক আরো খুশি হয়ে বলে ওঠে— 'এই যে তাকে এত মারধর করলাম, কোনোদিনতো আবার তাকে খাবারও দেইনি— কই কোনোদিন তো টু শব্দটাও করেনি। একবার জানেন, ওকে তুলে এক আছাড় দিয়েছিলাম মেঝেতে। পড়ে গিয়ে ডিসপ্লে গ্লাস মানে মাথা! মাথা... ওই ফেটে গিয়েছিল। বেশ, জোরে লেগেছিল কিনা। এবং স্পিকার...

'স্পিকার' বলতেই ভদ্রলোক বলে ওঠে 'স্পিকার'?

সাথে সাথে আগন্তুক বলে— 'হ্যাঁ! কেন? স্পিকারই তো! মানে কান আর ওই স্পিকার খুব কাছাকাছি শব্দ কিনা... খুব ক্লোজ রিলেশন'—

ভদ্রলোক বলে ওঠে— আচ্ছা! আচ্ছা! মানে কান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।'

তারপর... আমার মা, বাবা, ভাই, বোন, বন্ধু এতদিন এতসব করল ওর সাথে... কিন্তু কোনোদিন পাল্টে কোনো কিছু বলেনি। শুধু মাঝে মাঝে ওই ভাইব্রেট... আচ্ছা সেদিন...

আগন্তুকের একটানা কথা শুনে ভদ্রলোক খুব সিরিয়াস হয়ে গিয়েছিল। আর তাই আগন্তুকের 'সেদিন...' বলে হঠাৎ চুপ হয়ে যাওয়ায় ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে 'সেদিন...' এরপর কি হবে তা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আর তাই যখন আগন্তুক আবার শুরু করলেন, তখন তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

'সেদিন শুক্রবার। বৃহস্পতিবার রাতে চার্জ টার্জ দিয়ে রেখেছিলাম...।' এ কথা বলেই শুধরে নিয়ে আবার বলে—

'মানে রাতে খেয়ে ঘুমিয়েছিল এবং সকালে উঠে রীতিমত চা-টা খেয়ে সকালে ভাত খেয়ে বিন্দাস কথা বলতে বলতে যখন শুয়ে পড়ল তখা সকাল এগারোটা। তারপর দেখি আর কোলে সাড়া শব্দ নেই। কান্নার রোল পড়ে গেল ঘরে বাইরে। আমার তো কি বলব কান্নায় বুক ফেটে যাবার উপক্রম। মানে হঠাৎ তো—

ভদ্রলোক আগন্তুকের কথা থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে 'স্ট্রোক-ফ্রোক নাকি?'

আগন্তুক এবার আস্তে ধীরে শুরু করেন— 'স্ট্রোকই বলতে পারেন। ঘরে সেলাইন টেলাইন দিয়ে তিনটে পর্যন্ত ঘরে রাখলাম। অবস্থা বেগতিক দেখে তিনটার পর সুমনদার Infotech-ও দোকানে নিয়ে গেলাম...'

ভদ্রলোক গম্ভীর অথচ ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে— 'দোকান? মানে আপনি মেডিসিন শপের কথা বলছেন তো?'

আগন্তুক বলে— 'হ্যাঁ। নিশ্চই মেডিসিন শপেরই তো কথা বলছি। আগে তো ওইখানেই আমাদের দেখাতে হয়। তারপর অবস্থা ক্রিটিকেল হলে সার্ভিস সেন্টার মনে সিভিল পরে মেডিক্যাল নিয়ে রওনা হয়। তবে অনেক সময় ঠিক হয় না। কত দেখলাম গৌহাটি থেকে পর্যন্ত লাশ আসে।

একটু থমকে আবার বলে, তারপর হল কী— 'সুমনদা, ব্যাটারি চেক করে, মানে ওই পেশার-টেশার চেক করে, ব্যাটারি খুলে টুলে বলেন এখানে হবে না। মানে ওই রোগী এখানে হবে না। তবে মাইকরোনিকসে নিয়ে গেলে হতে পারে...।'

আগন্তুকের হঠাৎ গম্ভীরভাব বেশি দেখে ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— তারপর?

কিন্তু আগন্তুকের 'তারপর' কোনো উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে রুমার বের করে নাক, মুখ, হাত, গলা বুক এবং চোখের কোনে জমে থাকা ঘাম মুছতে লাগলেন। এতে ভদ্রলোক হুড়োহুড়ি করে বলেন— 'আরে করছেন কি? এখনই মন খারাপ করলে চলে নাকি?'

তখন আগন্তুক বলেন, 'শুক্রবার রাত খাবার পর, শনিবার সকালে আমার কাকু একজনকে বললাম, উনি সাথে করে নিয়ে কোথা থেকে দেখিয়ে এনে বলেন— 'হি ইজ ডেড'। তখন আমার কি অবস্থা; অবশ্য তখন ঘরে ছিলাম না। ঘরে এসে সব জানলাম। পরের দিন আবার রোববার। মানে গতকালের কথা বলছি। তবুও সুমনদার কথায় শেষমেশ মাইক্রোনিক্সে দেখিয়ে দেখি কি হয়—'

তার কথায় ভদ্রলোক, 'কোথায় আপনার সাথে তো কাউকে দেখছি না! আর এভাবে আপনি স্ট্রোকের পেশেন্টকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরচেন। পেশেন্ট-ই বা কোথায়? কার সাথে—' বলে ভদ্রলোক এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন।

তখন আগন্তুক উল্টো খেপে ওঠে ভদ্রলোকের প্রতি 'আপনি কি পাগল? আমি আমার মোবাইলের কথা বলছি, আর আপনি? যান মশাই যান এমননিতেই আপনার সাথে কথা বলে আমার সময় নষ্ট হয়ে গেল। দেখি সাইড দিন। আমার ইমারজেন্সি...'

একথা বলে আগন্তুক চলে গেল।

ভদ্রলোক আগন্তুকের এমন কথা শুনে হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখ থেকে তখন তাঁর আর কোনো শব্দই বের হল না। শুধু পলকহীন চোখে চেয়েই রইলেন। চোখের সামনে তখন গাড়ি জ্যাম রাস্তা অগণিত মানুষ আর সুমোর হ্যান্ডিম্যানদের একটানা হাঁক— লালা, কাটলিছড়া, কিংবা আইরংমারা, বড়জালেঙ্গা, ধোয়ারবন্দ! ধোয়ারবন্দ...।

বিমুদ্রাকরণ প্রসঙ্গে কয়েকটি লাইন

তমোজিৎ দাস
স্নাতক ২য় সেমিস্টার
বাণিজ্য বিভাগ

৮ নভেম্বর ২০১৬, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করলেন যে ৯ নভেম্বর থেকে ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বাতিল হয়ে যাবে এবং নতুন ৫০০ এবং ২০০০ টাকার নোট বাজারে আসবে। এই নোট বাতিলকে বলা হল ডিমনিটাইজেশন বা বিমুদ্রাকরণ। এই বিমুদ্রাকরণের মূল উদ্দেশ্য কালো টাকা উদ্ধার, উগ্রপন্থী কার্যকলাপ ধ্বংস করা, নকল টাকাকে প্রতিরোধ করা বলে ঘোষণা করা হল। প্রধানমন্ত্রী দেশের জনগণকে ৫০ দিন কিছু অসুবিধা ভোগ করার জন্য অনুরোধ করলেন এবং সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য জনগণের কাছে মিনতি করলেন।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, মুদ্রার ব্যবহার যেদিন থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকেই অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বলা যেতেই পারে মুদ্রার আবিষ্কার ছাড়া বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় আসা সম্ভব ছিল। মুদ্রা যেমন বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে তেমনি বস্তুর মান নির্ধারণ ও ধার দেওয়া-নেওয়া মুদ্রার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। বর্তমানে যে কাগজের নোটের প্রচলন আছে তা বড়জোর দেড় শতাব্দীর হবে। তার আগে সোনা, রূপা ও অন্যান্য ধাতুমুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হত। ধাতু যখন মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হত তখনও বিমুদ্রাকরণ হত এবং তা হত এক ধাতুর পরিবর্তে অন্য ধাতু দিয়ে মুদ্রা তৈরি করা এবং ধাতুর পরিবর্তে অন্য ধাতু দিয়ে মুদ্রা তৈরি করা ও ব্যবহার করার সূত্রে। কিন্তু বর্তমান অর্থনীতিতে যেখানে কাগজের নোটের প্রচলনই বেশি এবং ধাতুর ব্যবহার কম সেখানে বিমুদ্রাকরণের স্বরূপটাই বদলে গেছে। বর্তমানে যে কাগজের নোট ব্যবহৃত হয় তার স্বকীয় মান বলতে গেলে শূন্য এবং তার শুধু মুখ-মান আছে, কিন্তু তা সত্বেও সবাই কাগজের নোটকে মেনে নেয় কারণ এতে কেন্দ্রীয় সরকারের সিলমোহর থাকে। বর্তমান অর্থনীতিতে সব দেশেই একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থাকে এবং সেই ব্যাঙ্ক মুদ্রা সম্পর্কে যাবতীয় নীতি নির্ধারণ করে ও মুদ্রা তৈরি ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে মুদ্রানীতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া করে থাকে এবং কোন সময় কত পরিমাণ কাগজের নোটের প্রয়োজন তা এই ব্যাঙ্কই স্থির করে। অর্থনীতিতে নোটের পরিমাণ নির্ধারণ করা অনেক কষ্টসাধ্যের কাজ কারণ এতে অনেক জটিলতা থাকে এবং অনেক উৎপাদক এই প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে। ফলে কেউ যদি মনে করে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ইচ্ছেমত নতুন নোট বাজারে নিয়ে আসতে পারবে, তাহলে তার সেই ধারণাটা ভুল। নতুন নোট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া যখন বাজারে নিয়ে আসে, তখন সেটাতে ব্যাঙ্কের গভর্নরের সই সহ লেখা থাকে যে "I PROMISE TO PAY THE BEARAR THE SUM OF ..... RUPEES"

অর্থাৎ 'আমি ধারককে এই টাকার সম্পূর্ণ মান প্রদান করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।' ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে নতুন নোট প্রকাশ সেই ব্যাঙ্কের হিসেব খাতার 'দেনা' খাতে আসে। এখন প্রশ্ন হল নতুন নোট কেন ছাপাতে হয়? কারণ কাগজের নোট বদলাতে হয়। তাছাড়া সরকারের যখন ঘাটতি বাজেট হয় তখন এই ঘাটতির একটি অংশ নতুন নোট ছাপিয়ে পূরণ করা হয়।

এখন আসি বর্তমান বিমুদ্রাকরণ প্রসঙ্গে। বিমুদ্রাকরণ ভারতের অর্থনীতিতে আগেও হয়েছিল, কিন্তু তার আকার ছিল খুব ছোট বা বেশিরভাগই মানুষ টের পায়নি। কিন্তু ৮ নভেম্বর, ২০১৬-এর বিমুদ্রাকরণ এত বিশাল আকারের এবং নাটকীয়তায় ভরা যে তা ভারতের পুরো জনমানসকে প্রভাবিত করে ফেলে। ৮ নভেম্বর পর্যন্ত ভারতের মোট মুদ্রার ৮৬ শতাংশ ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট ছিল। ফলে মুহূর্তের মধ্যে এই বিশাল পরিমাণের নোট বাতিল হয়ে যাওয়ায় তার প্রভাবও এত বিস্তৃত ছিল যে সমগ্র দেশের মানুষের সময়, জীপন ও জীবিকা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। বিশাল সংখ্যক মানুষ প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে পড়ে যান এবং অসুবিধাই মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। যে কোনও দেশের অর্থনীতি একটি বৃত্তের মত চলাচল করে এবং প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ বিনিময় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চলতে থাকে। এই বিনিময়ের মাধ্যমে কিন্তু নগদ টাকা। তাই হঠাৎ করে এই মাধ্যম অচল হয়ে যাওয়ায় বিনিময়ের স্বাভাবিক চলাচলের উপর বিরাট ধাক্কা আসে। অসুবিধার স্তর এত বেশি ছিল যে অর্থনীতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

বিমুদ্রাকরণের পর ৫০ দিন জনগণকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে— সেটা অবশ্য প্রধানমন্ত্রী আগেই বলেছিলেন। কিন্তু সম্ভবত কেউ আন্দাজ করতে পারেনি যে 'অসুবিধা' এত ব্যাপক আকার ধারণ করবে। বিভিন্ন প্রাপ্ত তথ্য মতে, বিমুদ্রাকরণের ফলে বহু মানুষের মৃত্যু হয় এবং তার মধ্যে অনেকে আত্মহত্যা করেছেন। যারা আত্মহত্যা করেছেন, তারা কিন্তু সাধারণ গরিব জনসাধারণ। অনেকে চিকিৎসার জন্য টাকা তুলতে পারেনি, পড়াশোনা ও পরীক্ষার ফি দিতে পারেনি, অনেকের বিবাহ আটকে যায়।এই রকম অসুবিধার কাহিনী অসংখ্য পুরো দেশজুড়ে। বিভিন্ন পরিষেবায় এতদিন পর্যন্ত সাধারণত নগদ টাকার মাধ্যমেই লেন-দেন করা হত। নগদ টাকার অভাবে বিভিন্ন পরিষেবা প্রাপ্তি থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হয়েছেন। ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ এবং জনসংখ্যাও প্রচুর, সমস্যা ও অসুবিধার রূপও অনেক। বিমুদ্রাকরণের ফলে সাধারণ মানুষ অনেক নতুন ও বিচিত্র ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। যেহেতু এই ব্যাপক বিমুদ্রাকরণের অভিজ্ঞতা সরকার, সাধারণ জনগণ কারোরই নেই তাই সমস্যাগুলির সমাধান করতে সবাইকে হিমশিম খেতে হয়েছে।

বিমুদ্রাকরণের ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে কী ধরনের প্রভাব পড়বে তা নিয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক আলোচনা হয়েছে। যারা বিপক্ষে বলেছেন তাদের মতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং যারা পক্ষে বলেছেন তারা মনে করেন সাময়িক অসুবিধা হলেও পরবর্তী সময়ে অর্থনীতির লাভ হবে এবং দেশ

কালো টাকা মুক্ত হবে। অর্থনীতিতে বিভিন্ন সময় 'উত্তম অবস্থা' বা 'মন্দা' পরিলক্ষিত হয়। মন্দা কোনও দেশের অর্থনীতির জন্য ভয়ানক। কারণ মন্দাতে দেশের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হয় না বা বৃদ্ধির হার কমে যায়, বেকারত্ব বাড়ে, বিনিয়োগ কমে যায় এবং চারদিকে এক হতাশার অবস্থা দৃষ্ট হয়। অনেক অর্থনীতিবিদ আশঙ্কা করেছেন যে বিমুদ্রাকরণের ফলে সাময়িক মন্দা দেখা দিতে পারে। এমনিতেই ২০০৮ থেকে সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতিতে এক মন্দাভাব দেখা যাচ্ছে, তার উপর ভারতেও যদি মন্দা আসে তাহলে অর্থনীতির জন্য রীতিমত এক সংকট তৈরি হবে।

বিমুদ্রাকরণের ফলে সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ। ভারতীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ সংঘের হিসেবে গত কয়েক মাসে তাদের আয় ৫০ শতাংশ কমে গেছে এবং এই সেক্টরে ৩৫ শতাংশ লোক তাদের কাজ হারিয়েছে। এই ধারা যদি আগামী দিনেও চলতে থাকে তাহলে সমূহ বিপদ। কারণ ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ ক্ষেত্রে প্রচুর শ্রমিকের নিয়োগ হয়ে থাকে এবং এরা যদি লোকসানের মুখ দেখে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই নতুন নিয়োগ তো হবেই না, উল্টে যাদের বর্তমানে কাজ আছে তারাও কাজ হারাবে। বস্তুত বিমুদ্রাকরণের ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরাই সবচেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন। প্রচুর সংখ্যক খেটে খাওয়া দিনমজুর, মজুরিশ্রমিক তাদের কাজ হারিয়েছে এবং নতুন কাজ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় ভবিষ্যতেও কাজ না পাবার সম্ভাবনা বেশি। আমাদের দেশের ৯০ শতাংশ শ্রমিকই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত এবং এই শ্রমিকরা নগদ টাকার উপর নির্ভরশীল। তাই বিমুদ্রাকরণের ফলে এদের উপর সবচেয়ে বেশি চাপ পড়েছে। এই শ্রমিকদের বেশিরভাগেরই কোনও ব্যাঙ্ক খাতা নেই এবং সবাই ব্যাঙ্কের আওতায় আসতে সময় লাগবে।

৮ নভেম্বরের বিমুদ্রাকরণের মূল উদ্দেশ্য ছিল কালো টাকা উদ্ধার, সরকারের ধারণা হয়ত ছিল যে বিমুদ্রাকরণের ফলে যাদের কাছে কালো টাকা গচ্ছিত আছে তারা বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবে এবং ভারতের অর্থনীতির লাভ হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার হিসেবে মোটামুটি ১৫ লক্ষ কোটি টাকা ১০০০ ও ৫০০ টাকা নোটের মধ্যে আছে। বিমুদ্রাকরণের ফলে ৩ থেকে ৪ লক্ষ কোটি টাকা আর ফেরত আসবে না এবং এইগুলি কালো টাকা. যদি এই পরিমাণ অর্থ ফেরত আসে তাহলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার সমপরিমাণ অর্থের দায় কমে যাবে এবং ভবিষ্যতে এই টাকা সরকারকে দিয়ে দিতে পারবে উন্নয়ন খাতে খরচ করার জন্য। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটল না। দেখা গেল ইতিমধ্যে প্রায় ৯৭ শতাংশ ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট ফেরত এসে গেছে। নতুন টাকা তৈরি করতে যে ব্যয় হবে তা বাদ দিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হয়ত ত্রিশ হাজার কোটি টাকা লাভ হতে পারে। কিন্তু এই ৩০ হাজার কোটি টাকার জন্য ইতিমধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকার বিনিময় ক্ষতি হয়ে গেছে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের কাজ চলে গেছে ও ৩ মাস ধরে সাধারণ মানুষ যে ভোগান্তি করেছেন তা অবর্ণনীয়।

বিমুদ্রাকরণের ফলে সাধারণ মানুষের কষ্টভোগ করতে হলেও ব্যাঙ্কগুলির কিন্তু যথেষ্ট ভাল হল।

ব্যাঙ্কগুলির অনাদায়ী ঋণ বিরাট আকারের এবং তাদের মূলধরনের অবস্থাও শোচনীয় ছিল। কিন্তু বিমুদ্রাকরণের ফলে যে সব টাকা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বাইরে ছিল সেগুলি ব্যাঙ্কে এসে গেল এবং ব্যাঙ্কগুলির মূলধনের অবস্থা ভাল হল। এখন এই সুফল থেকে ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষ কতটুকু উপকৃত হবেন তা সময়ই বলবে। ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে না, কিন্তু আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ ছোট ব্যবসায়ীরা আছেন যাদের ক্ষুদ্র ঋণের দরকার পড়ে। বিমুদ্রাকরণের ফলে সুদের ব্যবসায়ীদের থেকে ছোট ঋণ পাওয়া কষ্টকর হয়ে গেল। এখন দেখার বিষয় এই, যে বিরাট মূলধন ব্যাঙ্কগুলির কাছে এল তারা কি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ক্ষুদ্র ঋণ দেবে না বৃহৎ পুঁজিপতিদের আরও বেশি ঋণ দেবে। তাছাড়া দেশের অগণিত কৃষক ঋণের চাপে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। ব্যাঙ্কের বিরাট ধনরাশি থেকে কৃষকের উপকারের জন্য ঋণ মুকুব করা যেতেই পারে।

বর্তমানে 'ক্যাশলেস', 'লেসক্যাশ' ও 'ডিজিটাল অর্থনীতি'র কথা শোনা যাচ্ছে, যেখানে নগদ টাকার ব্যবহার কমানোই মূল উদ্দেশ্য। ডিজিটাল অর্থনীতিতে প্রযুক্তির ব্যবহার বিরাট আকারের এবং এই প্রযুক্তি ব্যবহারের কিন্তু ঝুঁকিও আছে। ডিজিটাল অর্থনীতির একটি সাধারণ শর্ত হল কিছু পরিমাণে হলেও শিক্ষার দরকার এবং আমাদের দেশে যেখানে অশিক্ষিত গরিব মানুষের সংখ্যা প্রচুর, সেখানে 'নগদহীন', 'ডিজিটাল অর্থনীতি' অনেকটা কল্পবিজ্ঞানের মত। ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আরও বেশি প্রযুক্তিনির্ভর হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু বিমুদ্রাকরণ কতটুকু নগদহীন অর্থনীতি তৈরি করতে পারবে সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। কারণ নগদ টাকার ব্যবহার সীমিত এবং কয়েক শতাব্দী ধরে মানুষের বিশ্বাস নগদ লেনদেনেরই উপরে। এটাকে সরিয়ে 'নগদহীন' ব্যবস্থা কতটুকু গড়ে উঠবে এবং কবে নাগাদ গড়ে উঠবে তা সময়ই বলবে।।

উৎস : বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে নেওয়া সামান্য অংশ বিশেষ।

নারী নিয়ে কিছু কথা

দেবমিতা রায় চৌধুরী
বাংলা সাম্মানিক
স্নাতক : প্রথম বর্ষ

১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ নারীদের জন্য একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনটি আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে পালন করা হয়। এই দিবস পালনের সূচনার মূল কারণ হলো— এই দিনটিতে নিউইয়র্ক শহরের একটি সূচ তৈরি কারখানায় আন্দোলন শুরু করেন কারখানার নারী শ্রমিকেরা। এই আন্দোলনে কারখানার মানবেতর পরিবেশ, ১২ ঘণ্টার কর্মসময়, অপর্যাপ্ত বেতন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বিরুদ্ধে একটি মিছিল বের হয়। কিন্তু পুলিশ এই মিছিলের মহিলাদের উপর নির্যাতন করে। এই ঘটনাকে স্মরণ করে ১৮৬০ সালে 'মহিলা শ্রমিক ইউনিয়ন' গঠন করে সূচ কারখানার মহিলা শ্রমিকেরা। এভাবেই সংঘবদ্ধ হতে থাকে মহিলা শ্রমিক এবং ইউনিয়নরা। ১৮০৮ সালে জার্মান সমাজতন্ত্রী নারী নেত্রী বসারা জেটকিন-এর প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জার্মানিতে এই সম্মেলনে নারীদের ন্যায্য মজুরী; কর্মঘণ্টা ভোটাধিকার দাবি উত্থাপিত হয়। ১৯১০ সালে অনুষ্ঠিত হওয়া ডেনমার্ক-এর কোপেনহেগেন-এর এই সম্মেলনেই ৮ মার্চ নারী দিবস হিসাবে উজ্জাপন করা হয়।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এইটা-ই আমাদের সমাজে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়; কিন্তু এখনও এই বর্তমান সমাজে নারীদেরকে পর্যুদস্ত করে রাখা হয়। আজও এই আধুনিক সমাজে দেখতে পাওয়া যায় কন্যা সন্তানের জন্ম হলে তা বোঝা মনে করা হয় এবং এই সকল কন্যা সন্তানেরা ছোটোবেলা থেকেই অত্যাচার এবং পারিবারিক বৈষম্য সহ্য করে। তারপর একদিন সমাজের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী স্বামীর সংসারে এসে অবহেলা, বঞ্চনা ও অত্যাচারিত হয়।

ভাবলেই অবাক লাগে, এই আধুনিক যুগের মানবজাতিরা শত শত যুগ পার হয়ে আসার পরও এখনও যারা মানসিক দিক দিয়ে বিক্রিত তারা অনেকেরাই ভাবেন নারীরা শুধু ঘর সংসারই করবে। তারা নারীদেরকে বন্দী করে রাখে, তারা নারীদেরকে প্রাপ্য সম্মানটুকুই দেয় না, পড়াশোনা করতে দেওয়া তো অনেক দূরের কথা। কিন্তু সমাজের কূটনৈতিক ব্যাক্তিরা একবারও মনে করেন না নারী শিক্ষিত না হলে কখনওই কোনো সমাজ, সংসার বা দেশের কেউই উন্নত হতে পারবে না। নারীর পক্ষেই সম্ভব গোটা সমাজ ও পৃথিবীকে উন্নত করে তোলা। হয়তো এই কারণেই প্রাচীন সমাজ সংস্কারেরা আমাদের সমাজে নারী শিক্ষার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এখনও অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় মেয়েদের বাল্যবিবাহ হয় এই বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ বর্তমান সমাজ এখন উন্নত কিন্তু এখনও এই আধুনিক যুগে বাল্যবিবাহ হওয়ার কারণ হলো এই সমাজের কিছু মানসিক দিক দিয়ে বিক্রিত মানুষই; তাদের জন্যই এই আধুনিক যুগেও নারীদের অত্যাচারিত

হতে হয়।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি তাদের নাম যারা এই সমাজে নারীদেরকে প্রাপ্য সম্মান এবং পড়াশোনা-শেখানোর জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন তারা হলেন— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজারামমোহন রায় প্রমুখ। তারা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন নারী ছাড়া এই পৃথিবী, এই সমাজ রক্ষা করা অসম্ভব একমাত্র নারীই পারেন সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা করে নিজের সমাজ এবং পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

নারী ঘরের লক্ষ্মী। এই বৃহৎ পৃথিবীতে নারীকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। নারী কখনও কারো 'কন্যা' কারোও 'বোন' কারোও 'পত্নী' আবার কারোও 'মা'। একজন নারী দশভূজা হয়ে সমস্ত সম্পর্ককে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখেন। চিরকালই নারী অন্যের পরিচয়ে পরিচিত হন; তবু নারী নিঃস্বার্থভাবে সব কিছু উজাড় করে সমাজ এবং সংসারকে এগিয়ে নিয়ে যান। এই বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি হয়েছে তা কেবল পুরুষ নয় নারীরও সমান অবদান জুড়িয়ে আছে। নারীদেরকে সৃষ্টিকর্তা অনেক শক্তি এবং পূর্ণতা দিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাই এই বৃহৎ পৃথিবীতে নারীর অবদান ওতোপ্রতোভাবে জড়িত।

বাংলার নিশাকাল ও এক নতুন সূর্যোদয়

সোনালী চক্রবর্তী
স্নাতক ৩য় বর্ষ

খ্রিষ্টীয় অষ্টম-দশম শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা সচ্ছন্দে বহমান। এই সুদীর্ঘকালব্যাপী যাত্রাপথে সঞ্চিত হয়েছে নানা যুগের নানা অভিজ্ঞতা। ভাষাগত পরিবর্তনের চিহ্ন ধরে ও সময়কালকে ভিত্তি করে বাংলার ইতিহাসকে মূলত ৩টি যুগে ভাগ করা যায়। যেমন—

১। প্রাচীন (খ্রিষ্টীয় ১০ম-১২শ শতক)
২। মধ্য (খ্রিষ্টীয় ১৪শ-১৮শ শতক)
৩। আধুনিক (১৯শ শতকের পরবর্তীকাল)

দেখা গেল প্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্যে রয়েছে একটি সুদীর্ঘ বিরতি। কিন্তু কাল যে নিরবধি! এতে শূন্যতার স্থান নেই কোনো। তবে এই দুশো বছর বাঙালি কি কিছুই রচনা করেনি? অথচ, এর আগে বাংলা ও সংস্কৃত মিলে সাহিত্য-নিদর্শন তো নেহাত কম পাওয়া যায়নি। তবে কি এর রহস্য!

ধূসর অতীতের ইতিহাসে ফিরে তাকালে দেখা যায় বাংলাদেশে তুর্কি আক্রমণ ঘটেছিল ১১৯৯-১২০২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করে নিয়েছেন যে বিদেশি আক্রমণকারীরা বঙ্গের যেখানেই গেছে, অনায়াসে রাজ্য জয় করে নিয়েছে। বাঙালির জাতীয় জীবন এক সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। নতুন রাজশক্তির সেনাশক্তি ও ধর্মশক্তির আস্ফালনে তারা হতবুদ্ধি। নিজেদের সংস্কৃতিকে, ধর্মকে টিকিয়ে রাখবার দায়ে আতঙ্কিত ও দুর্ভাবনাগ্রস্থ। উচ্চকোটি কিংবা নিম্নকোটি কেউ নবধর্মের সাথে নিজেদের মিলিয়ে নিতে পারছিল না। আত্মিক সংকট দেখা দিয়েছিল প্রবলরূপে। এরূপ বন্ধ্যাকালে সৃজনশীলতা ধ্বংস হয়ে পড়েছিল। তাই যদি আমরা রাজনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে এই সময়কালে 'বাংলার অন্ধকার পর্ব' বলি, তো ভুল হবে না।

জীবনের এই বিপর্যয়ের লগ্নে কালজয়ী কোনো সৃজনকর্ম সম্ভব হয়নি। নিছক গতানুগতিকতায় যা রচিত হচ্ছিল তাও সর্বাত্মক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। বিমূঢ়-হতাশ-ক্ষমতাচ্যুত হিন্দু-বৌদ্ধ লেখকরাও দীর্ঘকাল সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে আসতে পারেননি। লৌকিক স্তরে কিছু গান-ছড়া মুখে মুখে প্রচলিত থাকলেও মুখের রচনা মুখেই হারিয়ে যায়। সুতরাং বোঝা গেল এই দুই শতক কাল বাংলার ইতিহাস এক সৃষ্টিহীন উষরতায় আচ্ছন্ন ছিল।

এবার এই অন্ধকার পর্বকে একটু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যাক। মূলত আমরা জানি জীববিজ্ঞানের মৌল-নীতিতে জীবনের বিকাশ ও পরিণতির সঙ্গে অপরিহার্য সম্পর্ক রয়েছে জীবকোষের ক্ষয়িষ্ণু বিনষ্টির ধারা। ক্ষীয়মান পুরাতনের গ্রন্থি সীমায়তিকে অতিক্রম করেই পরিণত ও পুষ্টতর আকারে জন্ম নেয়— নূতন। 'বর্ষশেষ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন— 'জীর্ণপুরাতনকে ধ্বংস করবার জন্যই ঝড় আসে রুদ্রের বার্তা নিয়ে। সংহারেই সম্ভব হয় নব-সৃজন।' তৎকালীন বাঙালি-জীবনে যে নির্জীব

পাণ্ডুরতা দেখা দিয়েছিল তাতে তুর্কি আক্রমণের বহিরাঘাত শীতল বাঙালি শোণিতধারাকে করেছিল উষ্ণ প্রখর। এই বহিরাক্রমণ অপ্রত্যাশিত আঘাতের অগ্নিজ্বালা সঞ্চার করেছিল অজ্ঞাতে, সেই দাহমুক্তির বৈপ্লবিক সাধনায় গহনে অগ্নিস্নান করে বাঙালি সংস্কৃতি এক সিদ্ধকাম পূত-নবীন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সেই নব উজ্জীবন মধ্যযুগলক্ষণ নামে শ্রদ্ধা চিহ্নিত হয়েছে।

তুর্কি আক্রমণের পূর্ববর্তীকালে সাহিত্য ছিল মূলত ধর্মাচার নির্ভর। প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায় স্ব স্ব গোষ্ঠীর ও উৎকর্ষ বিষয়ে আবেগাতিশায়ী অতিমূল্যবোধ নিয়ে গণ্ডীবদ্ধ হয়েছিল। যার চরম নিদর্শন উদ্ধৃত হয়েছে তৎকালীন স্মার্ত-পৌরাণিক হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার মধ্যে। তাছাড়া লোকধর্মই কেবল নয়, ব্রাহ্মণ্য প্রভাবিত ধর্মাচারণের মধ্যেও নরনারীর দেহাচারনির্ভর 'সহজিয়া' পদ্ধতি কোনো না কোনোভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। নর-নারীর এই অসংযত জীবনাচার নির্ভর সাহিত্য-সমাজকে সমর্থন করা হতো নানা উচ্ছ্বাস আবেগ প্রমত্ত 'সহজিয়া' পদ্ধতি কোনো না কোনোভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। নর-নারীর এই অসংযত জীবনাচার নির্ভর সাহিত্য-সমাজকে সমর্থন করা হতো নানা উচ্ছ্বাস আবেগ প্রমত্ত 'সহজিয়া' ধর্মভাবুকতার দ্বারা। সজীব প্রাণবত্তার এক বিশেষ অভাব দেখা দিয়েছিল প্রাক্-তুর্কি-আক্রমণ পর্বে।

এমন নিষ্প্রাণ, সংঘহীনতার ওপরে তুর্কি আক্রমণ ছিল ইতিহাসের এক চরম আঘাত। মৃত্যুবিভীষিকা পীড়িত সেই কাল পরিবেশেই নতুন সংগঠনের নবজীবনের মন্ত্র পেয়েছিল, আবার নূতন মতে ও পথে দেখা দিয়েছিল বাঙালির জীবন উজ্জীবন তথা বাংলা সাহিত্যের নবীন সঞ্জীবন।

আগেই আমরা আভাস পেয়েছি যে তুর্কি বিজয়ের আগে বাঙালির ধর্মীয়-সামাজিক জীবনে উচ্চ ও নিম্ন দুটি ভিন্ন ধারা প্রবাহিত ছিল। আক্রমণে হতবুদ্ধি বাঙালি জাতি অস্তিত্বের দায়ে এক সংঘবদ্ধ রূপ নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে চাইল। এর মানে এই নয় যে সমস্ত জাতিগত ও বর্ণগত বিভেদ একেবারেই ঘুচে গেল। এ'সবই থাকলো, তবে অভিজাত সংস্কৃতির মধ্যে অনভিজাত সংস্কৃতি, পৌরাণিক দেবমণ্ডলীতে অপৌরাণিক লৌকিক দেবতার স্থান, বৈদিক ভাবনালোক ও অবৈদিক-লৌকিক বিশ্বাসের স্তর নানা অনুপাতে মিশে গেল। আর এর ফলে মধ্যযুগে এসে ব্রাহ্মণ্যচেতনা তার পুরাতন অনুকম্পা ত্যাগ করে জনজীবনের বৃহত্তর মিলনভূমিতে সংযোজিত হতে পেরেছিল। এর উদাহরণ স্বরূপ দেখতে পাই কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ'-এ। আত্মবিবরণীতে যাঁকে আমরা স্মার্থ-ব্রাহ্মণ্য পাণ্ডিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ রূপে পেয়েছি তিনি রামায়ণ রচনা করেছেন লোকভাষাতে—

"সাত কাণ্ড কথা কয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।।"

মালাধর বসুর ভাগবতও একই উদ্দেশ্য নির্দেশ করছে

"ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে কহি পাচালী রচিয়া।।"

দেখা গেল ব্রাহ্মণ-আভিজাত্যের পক্ষে 'লোক বোঝানোর' এই অতি আগ্রহটুকু বৃদ্ধি পেয়েছিল। যে স্বাতন্ত্র্যও একাকিত্বকে একসময় সম্মানজনক বলে মনে করা হতো, অস্তিত্বের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে লোকসান্নিধ্যের জন্য উদগ্রীব হয়েছিল। আর তাই আর্য-ব্রাহ্মণ্য শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকে লোকগ্রাহ্য করে তোলার সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন পণ্ডিতেরা। এভাবেই রচিত হল এক সর্বাত্মক মিলনভূমি।

তাছাড়া, বিধর্মী তুর্কিদের শাসনসীমা থেকে দীর্ঘকাল প্রাণের ভয়ে, মানের ভয়ে তথা অস্তিত্বের অবলুপ্তির ভয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে বাঙালি জাতি। এরফলে আদিযুগের বাঙালি সাহিত্য-সংস্কৃতির উপাদান বঙ্গের বাইরে পূর্ব অথবা উত্তর প্রত্যন্তের দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে সঞ্চিত হয়েছিল। বাঙালী সংস্কৃতি এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল বাঙলার বাইরেও।

দেখা গেল, তুর্কি আক্রমণে বাংলার ইতিহাসে যে অন্ধকার পর্ব ঘনিয়ে এসেছিল তাতে বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে নির্মাণই সত্য হয়ে উঠেছে। এর ফলে বাঙালিজাতি তার সমস্ত কালিমাকে ধৌত করে এক পুণ্যময় বলিষ্ঠ অস্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠেছিল। তাই এ'সব দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হয় যে ১২শ শতকের এই তুর্কি আক্রমণ এক অর্থে 'শাপে বর'-ই ছিল।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। 'বাঙ্গালির ইতিহাস' : আদিপর্ব —নীহাররঞ্জন রায়
২। 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিকথা' —ভূদেব চৌধুরী
৩। 'মধ্যযুগের বাঙলা ও বাঙালি' —সুকুমার সেন
৪। 'বাঙলা ও বাঙালী' —আহমদ শরীফ

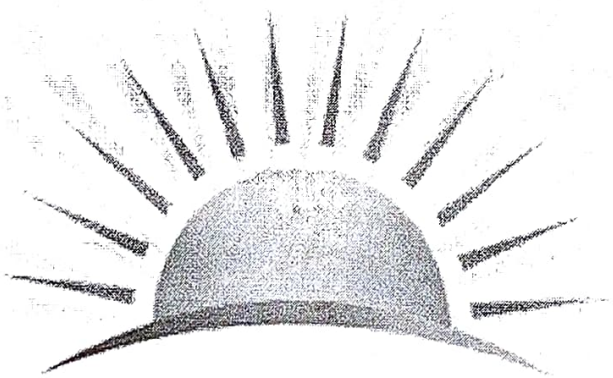

আকাশের তারা

গৌতমী অধিকারী
বাংলা সাম্মানিক
স্নাতক ২য় সেমিস্টার

রাতের বেলা তারা তুমি
আকাশেই থাক,
দিনের বেলা তারা তুমি
লুকিয়ে কোথায় থাক?
সারাটি দিন খুঁজি তোমায়
পাইনা তোমার দেখা।
আবার তুমি রাত্রি বেলা
দাও যে মোদের দেখা।
এই খেলটি দাও শিখিয়ে
আমায় তুমি তারা
লুকোচুরির এই খেলাতে
হবেনা সঙ্গী হারা।

বাংলা আমার মাতৃভাষা

আফিজা বেগম বড়ভুইয়া
উচ্চ মাধ্যমিক, প্রথম বর্ষ

মাগো আমি জন্মেছি তো
বাংলা মায়ের ঘরে,
মধুর ভাষা শেখাত আমায়
একটু যতন করে।।
যে বাংলা ভাষার তরে দিল
১১টি তাজা প্রাণ,
তাঁদেরকেই আজ প্রাণে ভরে
নতশিরে জানাই প্রণাম।।
আজ সেই ভাষা ছেড়ে দিয়ে
কেউ বলে ইংলিশ, কেউ বলে হিন্দী—
কারো কি মনে আসে না
একটিবার বাংলাতে মন দি?
অটো! জাগো এসে করো
নিজের মাতৃভাষা বাংলাকে,
মনে করো সেই ১১টি
তর-তাজা প্রাণকে।।
১৯শে মে'র একাদশ শহিদ
ভুবন করেছে জয়,
অন্তরে অন্তরে তাঁরাই
দিবানিশি জেগে রয়।।
মন শুধু কাঁদে নীরবে, আর বলে
আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালোবাসি,
তোমারেই কোলে যেন মা—
বার-বার ফিরে আসি।।

মা

শতাব্দী কংস বণিক
উচ্চ মাধ্যমিক, প্রথম বর্ষ

মাগো তুমি জন্ম দিলে
পৃথিবীতে নিয়ে এলে
তোমার কোলেই তো বড়ো হলাম
নানান খেলা খেলে।।
মাগো তুমি রূপে গুণে
আছো হৃদয় জুড়ে
তুমি পাশে থাকো যখন
হৃদয় যে যায় ভরে।।
আমার ব্যথা যখন লাগে (মাগো)
কষ্ট তুমি পাও
সুখে শান্তিতে থাকবো আমি
সেটাই তুমি চাও।।

ছাত্র জীবনের শিক্ষা

দিবাকর পুরকায়স্থ
স্নাতক, 2য় সেমিস্টার

শিক্ষা হল ছাত্রের বিশেষ
অমূল্য এক ধন।
শিক্ষাই হল ছাত্রের
এক সৌন্দর্য্যের জীবন।।

শিক্ষা হল ছাত্র জীবনে
উজ্জ্বল এক ভবিষ্যৎ
শিক্ষা হল ছাত্র জীবনের
এক সুন্দর পথ।।

ছাত্র আমি গ্রহণ করি
নানা রকম শিক্ষা।
বিদ্যাদেবী কাছে চাই
সম্পূর্ণ হওয়ার ভিক্ষা।।

শিক্ষা যে অমূল্য ধন
তা শেষ কখনই হয় না।
শিক্ষা ছাড়া এ পৃথিবীতে
কোন কিছুই চলে না।।

পৃথিবীর সবচাইতে মূল্যবান সম্পর্ক 'মা'

মা

পায়ল রবিদাস
উচ্চ মাধ্যমিক, প্রথম বর্ষ

এক অক্ষরে নামটি তোমার
স্নেহে ভরা।
আমার জীবনে থাকবে তুমি
থাকবে সবার সেরা।।
মা মা বলে ডাকি আমি
দাও না তুমি সাড়া।
কেমন করে বাঁচব আমি
তোমাকে ছাড়া।।
চোখ মেলে তোমায় মাগো
প্রথম দেখেছিলাম।
তোমার হাসি দেখে মাগো
হাসতে শিখেছিলাম।।
আদর স্নেহ ভালোবাসা
সবই তুমি দিলে।।
আজকে তুমি কেন মাগো
আমায় ছেড়ে চলে গেলে।।

ধন্য জীবন

শতাব্দি চৌধুরী
স্নাতক, ৫ম সেমিস্টার

বড় হবো আশা নিয়ে ভর্তি এই কলেজে,
অজানার জ্ঞান-ভাণ্ডার, বাড়বে ঠিক নলেজে!
কোন বিষয়ে পড়বো আমি? —এই নিয়ে চিন্তায়;
বাংলায় সাম্মানিক হবো, ঠিক হয় শেষটায়!
পড়ে-পড়ে তিনটি বছর, কেটে যায় নিমেষে
সিলেবাস শেষ হয়, শেষ লেখা আয়াসে!
ছাত্র-ছাত্রী, ভাই-বোন আছে যত পড়ুয়া,
সবার মাঝে ভালোবাসা, ওঠে কেমন গড়িয়া।
শিক্ষক-শিক্ষিকারা উজার করে শিখিয়েছেন সবারে
শ্রদ্ধা জানাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চরণে।
ভুলবোনা কোনদিন আমি এই কলেজের স্মৃতি—
পরস্পরে গাঁথা রইল, ভালোবাসর প্রীতি!
কলেজ ছেড়ে চাইনা যেতে, তবু যেতে হবে,
বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে যেতে মনে কেমন লাগে।
শিক্ষক-শিক্ষিকা সবার কাছে এই একটি-ই নিবেদন,
অন্যায়গুলি হয় যেন ক্ষমার দর্শন।
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রণাম জানিয়ে এই নামেই ইতি—
যারা আমাদের দিয়েছেন অশেষ—
ভালোবাসা এবং প্রীতি।

স্বপ্নের অপেক্ষা

মণীষা ঘোষ
স্নাতক ৩য় বর্ষ

কল্পজগতের সেই রাজকুমার?
নাকি, ছিল খোলা চোখের মরীচিকা!

—কখনো সকাল হতো যাকে দেখার আশায়,
আজ কত রাত ফুরিয়ে যায়
ধূসর অতীতের স্মৃতিচারণায়।

কেন দূরে চলে গেলো কিছুই না শুনে।
মন যে আজো আমার কত স্বপ্ন বুনে
কখনো এসে ধরা দেয়—
নিবিড় ঘুমের ঘোরে,
কত ছবি মূর্ত হয় (আজও)
হঠা কোনো গানের সুরে।

চুপি চুপি

প্রিয়াংকা ঘোষ
উচ্চ মাধ্যমিক, প্রথম বর্ষ

সাগরপারে একলা ছিলাম,
আর ছিল না কেউ।
অথৈ জলে দেখি চেয়ে
নাচছে হাজার ঢেউ।
সেইদিন যখন একলা ছিলাম
এক্কেবারে একা।
ঢেউয়ের মাঝে হঠাৎ তুমি
আমায় দিলে দেখা।
হাওয়ার সাথে সুর মিলিয়ে
গাইলে কত গান
ব্যথা আমার জুড়িয়ে দিল
ভরিয়ে দিলে প্রাণ।

শুভ নববর্ষ

বিদায় নেবে চৈত্রের রুক্ষতা,
আসবে নেমে ঝড় হাওয়া আর
সাত রঙ মাখা সোনালি রোদ
নিয়ে মন মাতানো বৈশ

তার আগমনীর সুর বেজে উঠে
বাতাসের মর্মর ধ্বণিতে—
স্বাগত জানাও তাকে
হাসির মেলা ও ফুলের রাশিতে,
আনন্দের দোলায় দোলায়িত করো
শুভ নববর্ষকে।

স্মিতা দাস
স্নাতক, ২য় সেমিস্টার, (বাংলা সাম্মানিক)

ভ্রমণ স্মরণ

অভিক রঞ্জন দাস
স্নাতক, ৫ম সেমিস্টার, বাংলা সাম্মানিক

একত্রে সকলের কণ্ঠে চলছে গান ; সুরময় - বেসুরো সব মিলে আনন্দময়। তখন আমরা নাইট সুপারে ছিলাম, গুয়াহাটিতে শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য যাত্রারত অবস্থায়। অবসর বিকেলে মনে পড়ছে - এই স্মরণীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তের কথা।

শিক্ষার এক বিশেষ অঙ্গ ভ্রমণ বা বলা যায় শিক্ষার অতি প্রয়োজনীয় একটি অঙ্গ হল ভ্রমণ। এই ভ্রমণের এক ক্ষুদ্র অংশ হতে পেরেছি মহাবিদ্যালয়ে পঠনরত অবস্থাকালীন সময়ে। মনে তথা স্মরণে রয়েছে ভ্রমণের নানা আলেখ্য; তন্মধ্যে আংশিক বর্ণনা করতে প্রয়াস করছি। যদিও মনে হয়, সর্বত্র সঠিক সময়োল্লেখ করতে পারব না, তবু যা আছে স্মরণে তাই লিখেছি; লিখেছি কিছু পূর্ব-পশ্চাতের কথাও—

হঠাৎ একদিন কলেজের নোটিস্ বোর্ডে দেখতে পাই ভ্রমণে যাওয়ার জন্য একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে; তন্মধ্যে নাম শুধুই সিনিয়রদের, হতাশায় মন যেন ভার হয়ে উঠল, অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে জানতে পারলাম, আমাদের ক্লাস থেকেও ভ্রমণে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে এবং এর জন্য একটি তালিকাও নোটিস বোর্ডে লাগানো হল, কম সময়ের মধ্য দিয়েই ভ্রমণ যাত্রীর তালিকা পূর্ণ হয়ে গেল।

এবার সবাই তৈরী হওয়া শুরু করে দিই ভ্রমণে যাওয়ার জন্য; শুরু হল নানা প্রকারের কেনা কাটা, আর নানা রকম রঙিন আশা, তারপর ঘটল এক আশাতীত ঘটনা, আর এর জন্যই এই ভ্রমণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্মরণীয় হয়ে রয়েছে বলা যায়।

যাওয়া-আসার টিকিট করা হয়েছিল পূর্বেই — নথিপত্র জমা দেওয়ার পরই, যাবার দু তিন পূর্বে জানা গেল, যাওয়ার দিনের ট্রেন কেন্সেল হয়েছে। সবার মন হতাশা ও নৈরাশ্যে ভরে উঠল; কিন্তু এই বয়স তো মেনে উঠতে পারে না এত সহজেই ব্যর্থতা। তাই সকলের শুরু হল সমবেত প্রচেষ্টা! আর এর জন্য শিক্ষকদের সম্মুখে হতে হল নানা প্রশ্নের সম্মুখীন, শুরু হল নানা প্রকার মত বিনিময়। আর দেখতে দেখতে মনে হল যেন এ ভ্রমণ আর হবে না, মত বিনিময় হয়ে উঠল কিছুটা প্রতিবাদী স্বরযুক্ত। উল্লেখ্য যেদিন আমরা ভ্রমণে রওয়ানা হয়েছিলাম সেদিনও কলেজে যাওয়ার পূর্বে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল না যে আমাদের যাওয়া হবে, এই ভ্রমণ সম্ভব হয়েছিল কয়েকজন শিক্ষকদের সহযোগিতায়; অবশ্যই সকলের নয়। আর ছাত্রদের মধ্যেই ছিল কয়েকজন নেতৃত্ব গ্রহণকারী ছাত্র। সহযোগিতা প্রবণ শিক্ষকদের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্ধ্যার সময়- সঠিক সময়ে সকলেই গিয়ে পৌঁছলাম বাস স্টেশনে। সময়মতো বাস ছাড়ল। প্রায় সম্পূর্ণ বাসের যাত্রী আমাদের দ্বারাই ভরপুর ছিল। উল্লেখ্য পরদিন আমাদের মধ্যে একজনের জন্মদিবস ছিল বলে, রাত্র বারোটার অনতিপরে আমরা তাও উদযাপন করলাম।

বাসে যাত্রা করতে অনেকেরই বমি হয়! আর এই বমির কথা বলার মূল কারণ ,ন হাস্যকর তথা বাস্তব ঘটনা ঘটেছিল। আমরা প্রায়ই দেখতে পাই রাস্তার পাশে, নালার

পাশে দেওয়ালে লেখা থাকে 'যেখানে সেখানে আবর্জ্জনা ফেলিবেন না, ফেলিলে দুর্গন্ধ ছড়াবে' বা বলা যায় 'এখানে প্রস্রাব করবেন না, ধরা পড়লে জরিমানা দিতে হবে' ইত্যাদি। আমাদের মধ্যে কয়েকজনের বমি হচ্ছিল, তাদের জানালার পাশে বসার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। যে রাস্তা দিয়ে বাসটি যাচ্ছিল, সেই রাস্তার পাশে এক ভদ্র লোক মূত্র ত্যাগরত অবস্থায় ছিল, চলচ্চিত্রের ভাষায় 'মূত্রবিসর্জন'-এ ব্যস্ত ছিল; সেই সময় এক যাত্রী প্রায় তার উপরেই করল বমি, সেই ভদ্রলোক এইরূপ অবস্থায় দৌড়তে লাগল। সবার মধ্যেই শুরু হল এক হাসির আলোড়ন। মনে হল এ যেন 'যেখানে সেখানে' ও 'জরিমানা' -র উপযুক্ত উপহার প্রকৃত পদক।

সূর্যের উদিত কিরণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা গিয়ে পৌছলাম আমাদের আশার ভ্রমণ স্থান- গুয়াহাটিতে। স্টেশনে কিছু সময় অপেক্ষা করে সকলেই গিয়ে পৌঁছলাম— অপ্সরা পয়েন্টের নিকটবর্তী মণিপুর বস্তীর 'বি কে আর' গেস্ট হাউস এ। উল্লেখ্য ১৮ ফেব্রুয়ারিতে আমরা রওয়ানা হয়েছিলাম ও ১৯শে ফেব্রুয়ারি সকালে পৌঁছেছি গুয়াহাটিতে।

গেস্ট হাউসে আমাদের দু'-ঘণ্টা সময় দেওয়া হল- প্রস্তুত হওয়ার জন্য, তৈরী হয়ে বেড়িয়ে পড়ব আমরা বিভিন্ন কীর্তিস্তম্ভ, তীর্থক্ষেত্র ইত্যাদি দেখার জন্য। বেরোবার পূর্বেই সকলে জল খাবার খেলাম। সমস্ত ভ্রমণের পরিচালনায় ছিলেন আমাদের সুপরিচিত তথা প্রিয় স্যার সুদর্শন স্যার (বস্) এবং সহযোগিতায় ছিলেন আশীষ তরু স্যার (ডাক্তার স্যার) ও সুমিতা ম্যাডাম (বসু দিদিমনি)।

দিনরাতের একটি মূহুর্ত যেন আমরা নষ্ট করতে চাই না। প্রতিটি মূহুর্তই উপভোগ করতে চাই নানারকম আনন্দ। বলা প্রয়োজন আমরা প্রায় সব জায়গাতেই লাইন বাসে যাত্রা করেছি, প্রয়োজনীয় এজন্যই যে এতেই আমরা এক আশ্চর্য্য আনন্দ উপভোগ করতে পেরেছিলাম। দৌড়ে গিয়ে বাসে ওঠা, আর ওঠার পর বার বারই মনে হয় সমস্ত বাস আমাদের বন্ধু-বান্ধবীতেই ভরপুর।

১৯শে ফেব্রুয়ারি— প্রথমেই গেলাম বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে। সেখানের পাথর মনকে আকৃষ্ট করে তুলল তৎসঙ্গে বর্ণনানুরূপ জলস্রোত ধারাও উল্লেখের দাবি রাখে। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলাম এই জলই শান্ত, কিন্তু যখন পাথরের গায়ে এসে পড়ছে তখন এর গতি প্রবল হয়ে যায় এবং এক মনোরম শব্দের সৃষ্টি করে। প্রায় সকলেরই ফটো তোলা শুরু হল, বিশেষ করে সেলফি। পাথরের একটি ইদুর দেখতে পেলাম, দেখলাম বশিষ্ঠ মুনির পাথর দিয়ে নির্মিত মুর্তিও। কেউ গেল জল ধারার পাশে, কেউবা মন্দিরের ভেতরে আবার কেউ সংলগ্ন মনসা মন্দিরেও গেল। সর্বোপরি ভালই লেগেছে মন্দিরটি দেখে। উল্লেখ্য মন্দিরের বাইরে সুতো দিয়ে নির্মিত আশীর্বাদের দ্বারা ব্যবসার প্রতীকও দেখতে পেয়েছি। বেশী সময় অতিক্রান্ত না করে চিড়িয়াখানার উদ্দেশ্যে সকলেই রওয়ানা হলাম। চিড়িয়াখানায় গিয়ে সকলেই প্রবেশ করলাম। একটা অদ্ভূত আশা ছিল চিড়িয়াখানায় নানা রকমের পশু-পাখি দেখতে পাব; কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করে দেখলাম এলাকা বেশ বড়, দেখাশুনা করার মানুষের অভাব! পশু-পাখিও বেশি নেই, যেগুলো বর্তমান তারাও যেন হাহাকার করছে। বিস্তৃত জায়গা বা এলাকা বলে ঘুরে দেখতে বেশ কিছুক্ষণ লাগল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে সর্পগৃহটা; নানা রকমের সাপ বড়-ছোট, রঙ-বেরঙের সাপ, সব মিলে সর্প গৃহটা দারুণ। সিংহের গর্জন যেমন শুনতে পেলাম, দেখতেও পেলাম কারাগারে বদ্ধ সিংহ। অবশ্যই পাখিও ছিল নানা প্রকারের। যাদের সৌন্দর্য উপলব্ধি করা

সৌভাগ্যের কথা! চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করার অনতিপরেই বাঁদরের মত একপ্রকারের প্রাণীর বিকট আওয়াজ বা ডাক শুনতে পেয়েছিলাম, একটির ডাক শেষ হওয়ার পূর্বেই অপরটি ডাকছে; এই শব্দ যেন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে একেবারে হৃদয়ে আঘাত করছে বলে মনে হল।

চিড়িয়াখানা থেকে আমরা সকলেই শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রে রওয়ানা হলাম। কলাক্ষেত্রের সম্মুখে স্থিত পাথর নির্মিত মূর্তিটি দেখতে বেশ ভালই লাগল এবং সেখান থেকেই সকলের ফটো তোলা শুরু হয়েছিল। ভেতরে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম নানা প্রকারের পাথরের মূর্তি যা সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী; বাঁশ বেতের দ্বারা নির্মিত নানা প্রকার সামগ্রীও দেখতে পেলাম। সভ্যতার আরো বিভিন্ন প্রকার স্তম্ভও দেখতে পেলাম। কিছুটা ধারণা করা গেল আদিবাসীদের জনজীবন সম্পর্কেও। প্রকৃতপক্ষে, ঐতিহাসিক সভ্যতার বাস্তবতাকে আংশিকভাবে জানতে পেরেছি শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রে গিয়ে। এর সংলগ্ন ভূপেন হাজারিকা স্মৃতিরূপ কিছু সামগ্রী একটি কক্ষে সংরক্ষিত ছিল, সেখানে গিয়েও দেখতে পেলাম মনগ্রাহী কিছু সামগ্রী, সেখান থেকে বেরোতে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় গেস্ট হাউসে ফিরে আসতে হল।

অল্প বিরতির পর — সন্ধ্যার পর মার্কেট ঘুরে দেখার জন্য সকলেই বেরিয়ে পড়লাম; যারা বিরতি চেয়েছিল, তারা গ্যাস্ট হাউসেই রয়ে গেল। এফ বি বি তথা আরও অন্য দু-একটি মার্কেটও গেলাম - দেখতে পেলাম যেমন সুন্দর জিনিষ তার চাইতেও বেশি সুন্দর মূল্য, স্বাভাবিকভাবেই কেনাকাটার পরিমাণও অল্পই হল। রাত্রে একেবারে খাওয়া শেষ করে গেস্ট হাউসে ফিরে আসা হল।

২০ ফেব্রুয়ারী— পূর্বনির্বারিত সময়ানুসারে সকলেই বেরিয়ে পড়লাম কামাখ্যা মন্দির দর্শনের জন্য। পৌছার কিছুক্ষণ পরেই একজনের শারীরিক অসুস্থতার কারণ বসু দিদিমণি ও সুদর্শন স্যার, তাকে নিয়ে গেস্ট হাউসে ফিরে গেলেন। কামাখ্যা দর্শনের পর অন্যদেরকে নিয়ে ডাক্তার স্যার উমানন্দ রওয়ানা হয়েছিলেন; কিন্তু অল্প পড়েই জানা গেল এসেমব্লিতে যেতে হবে, তাই বিধানসভা অভিমুখে যাওয়া হল।

উল্লেখ্য কামাখ্যাতে গিয়ে দেখি পর্যটক-দর্শনকারী-ভক্তদের সংখ্যা যেমন পরিমাণ তার থেকে যেন পাণ্ডা (ব্রাহ্মণ)দের সংখ্যা বেশি। পাশ্ববর্তী দোকানদাররা পাদুকা রাখার জন্য ডাক দিচ্ছে বারংবার; মূলত তাদের প্রচেষ্টা সামগ্রী বিক্রি করার। দেখা গেল দোকানগুলোতে সামান্য জিনিষের দামও অসামান্য! মন্দিরটি বেশ ভালোই লাগল, অবশ্য মূল মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করা হল না সময়ের স্বল্পতার জন্য। মন্দিরের মধ্যে যেসব পাথরের মূর্তি তা বিশেষ ঐতিহ্যবাহী এবং পাথরে খোদাই করা বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্মৃতিও প্রশংসার দাবি রাখে। সংলগ্ন ধুমাবতী মন্দিরেও গেলাম; একটি পুকুরেও গেলাম কয়েকজন মিলে। পুকুরটিতে মাছের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণ ও কচ্ছপ দুটিকেও দেখতে পাই পাশ থেকে। বলা বাহুল্য, একটি কচ্ছপকে স্পর্শ করার সুযোগও পেয়েছিলাম।

পূর্বোল্লিখিত কারণে এবার সকলেই বিধানসভায় গিয়ে প্রবেশ করলাম; পূর্বেই নাম পাঠিয়ে অনুমতি ছিল বিধানসভায় প্রবেশ করার; যাবার পর আমাদেরকে নিয়ে একটি হলে বসানো হল। বিধানসভা পক্ষ থেকে সকলের জন্য জলখাবার এর ব্যবস্থা করা হল। তারপর আমাদেরকে কর্তৃপক্ষ সমস্ত কক্ষগুলো পরিদর্শন করালেন; বর্তমান এম.এল.এ দিলীপ পালের কার্যগৃহও আমাদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ সভার বিভিন্ন নিয়ম-কানুন তথা অন্যান্য বিভিন্ন তথ্য জানতেও আমাদের সাহায্য করেছিলেন। এখানে উল্লেখের দাবি রাখে—বিধানসভার

'গ্রন্থাগার'; গ্রন্থাগারে গিয়ে দেখতে পেলাম এত বড়ো গ্রন্থাগার, সহজেই পথ ভুলে হতভম্ব হয়ে যাবে নতুন কেউ। গ্রন্থের বিশাল বিশাল আকার, বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থ, সব মিলে এই গ্রন্থাগার বিশেষ প্রশংসনীয়।

তারপর মধ্যাহ্নের আহারের ব্যবস্থাও করেছিলেন কর্তৃপক্ষ। খাবর ঘরটিও বেশ সুন্দর, খাবারও খেলাম সু-স্বাদু! ভিন্ন প্রকারের ব্যঞ্জন, যা আজও মনে পড়লে জিভে জল এসে যায়। পড়ে জানতে পেরেছিলাম এমনিতে এই খাবারের দাম প্রতি প্ল্যাট ১৫-২০ টাকা, শুনে সকলেই হলাম আশ্চর্য্য! খাবার শেষ হওয়ার পর, অনুমতি সহকারে বিধানসভায় একটি গ্রুপ ফটো তুলার পর রওয়ানা হলাম সেখান থেকে। উল্লেখ্য বিধানসভা থেকে ছাত্রদের একটা করে ক্যালেণ্ডার এবং শিক্ষকদের একটি করে ডায়েরি দেওয়া হয়েছিল।

বিধানসভা সম্মুখে একটি গণেশ মন্দিরও দেখেছিলাম আমরা, গ্যাস্ট হাউসে ফিরে এসে কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে বাজার তথা মার্কেট অভিমুখে রওয়ানা হলাম; যাওয়া হলো বিভিন্ন 'মল-মার্ট' প্রভৃতিতে, কেনাকাটা যার যার পছন্দ ও সাধ্যমতো করা হলো। তারপর 'কেএফসি'-তে ডিনার করে, গেস্ট হাউসে ফিরে আসা হল। অবশ্যই স্মার্টফোন গুলোর বহুল ব্যবহার হয়েছিল, এই জায়গায়।

উল্লেখ্য, ১৯ ও ২০সে ফেব্রুয়ারী রাতে আমরা গেস্ট হাউসে ছিলাম। এই দু'টি রাতেই আমরা অনেকেই গভীর রাত্রিতে ঘুমোতে গিয়েছি; যারা শারীরিক তথা মানসিক অবস্থায় সক্ষম ছিল, তারা একসঙ্গে গল্প করতে করতেই গভীর রাত্রি হয়েছিল। বলতে গেলে দশ-বারো জন একসঙ্গে বসে গল্প — কাজের-অকাজের, কাহিনিমূলক গল্প করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল একসঙ্গের মুহূর্তকে স্মরণীর করে তুলা, স্মরণীয় হয়ে আছে আরও বিশেষ একটি কারণে; শেষ রাত্রে গেস্ট হাউসের সংলগ্ন আর্য্য হাসপাতালে কোন একজন মারা গিয়েছিল এবং এই মৃত্যুর ফলে একজন নারীর শোকার্ত কণ্ঠের কান্না শুনতে পেয়েছিলাম। তৎসঙ্গে সকলেই ভূতের গল্পও শুরু করেছিল।

২১ই ফেব্রুয়ারী— ভ্রমণের শেষ দিন! হতাশার সঙ্গে অনেক আশাতেও ভরপুর ছিল মন! যা কিছু দেখার ক্রয় করার সব আজই। পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনানুসারে প্রথমেই পরিদর্শনের জন্য উমানন্দ মন্দির অভিমুখে রওয়ানা হলাম। পৌঁছলাম গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের ঘাটে, দূর থেকেই দ্বীপমধ্যবর্তী উমানন্দ মন্দির দেখা যাচ্ছে, নদের এপার-ওপারের অন্ত নেই। জলযানের মাধ্যমে দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম 'উমানন্দ' এ। মন্দিরখানি অন্যান্য মন্দিরের স্টাইলেই গড়া, এলাকাটা বিস্তর। তবে নদের উপর দিয়ে মন্দিরে যাওয়া আসাটা স্মরণীয়।

এখান থেকে বেরিয়ে প্ল্যানেটরিয়াম অভিমুখে সকলেই রওয়ানা হলাম— অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পূর্বে পৌছতে হবে। প্ল্যানেটরিয়ামে টিকিট করে প্রবেশ করা হল— বিশেষ আরামদায়কভাবে নির্মিত প্রদর্শনী গৃহ। বসবার এক অভিনব ব্যবস্থা, প্রদর্শনী দেখানো হবে উপরের স্ক্রিন—এ। মনে হয় সমস্ত গৃহের ছাঁদটাই যেন স্ক্রীন। তারকামণ্ডলের সম্বন্ধে এক তথ্যযুক্ত প্রদর্শনী দেখতে সকলেই বসলাম। স্মরণীয় বসবার যে সু-ব্যবস্থা বলা যায় ঘুমানোর আনন্দদায়ক ব্যবস্থা; যার জন্য অনেকেই পরিশ্রম তথা অনিদ্রার ফলে প্রদর্শনী গৃহে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রদর্শনী আর তেমনভাবে দেখা হয়নি, কারণ প্রায় সকলেই ঘুমিয়েছিল এখানে।

প্ল্যানেটরিয়াম থেকে বের হয়ে, সকলেই রাজ্যিক সংগ্রহালয়ে গিয়ে পৌছলাম। আবারও সময়ের স্বল্পতার জন্য বেশি কিছু না দেখে শুধু যুদ্ধের কিছু ভগ্নাবশেষ, আর কিছু কীর্তিস্তম্ভ দেখে গেস্ট হাউসে ফিরে আসা হল।

প্রত্যেকে নিজস্ব ব্যাগ ট্রলি-গুছিয়ে নিল। এবার সকলেই ফেন্সি-বাজার এ গেলাম; বিশেষ করে কাপড়ের দোকানগুলোতেই যাওয়া হল— ভিন্ন সামগ্রী ক্রয় করা হল। তারপর গেস্ট হাউসে ফিরে আসা হল। কিছুক্ষণ বিরতি নেওয়া হল।

এবার গেস্ট হাউস থেকে বিদায়, ভ্রমণের ইতি! ডিনার করে রেল স্টেশনে যাওয়া হবে। সেই সময়ই নেমে আসল বৃষ্টি, অপরদিকে ট্রেনেরও সময় হয়ে যাচ্ছে। তাই অল্প-স্পল্প ভিজে তথা একটু কষ্ট করেই সকলে সময়মতো প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছলাম। সকলের মনের ভাবই যেন হয়ে উঠল গুরু-গম্ভীর। সময়মতো ট্রেন এসে পৌছল প্ল্যাটফর্মে; সকলেই উঠে পড়লাম নির্ধারিত জায়গায়। ট্রেনে উঠে দেখা গেল ট্রেনের যা অবস্থা— অস্বচ্ছ ও নোংরার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিশেষ করে নীচের সিট্গুলোর অবস্থা বিভৎস। 'স্বচ্ছ অভিযান'-এর সময়ে এই অস্বচ্ছতা যেন ঠিক মানানসই হল না, তবুও খাপ খাইয়ে নিতে হল সবাইকে। পরিশ্রম-অনিদ্রার ফলে প্রায় সকলেই ঘুমিয়েছিল, উল্লেখ্য সকাল হওয়ার পরেই সকলে একত্রে বসে শুরু হয়েছিল নানারকম গল্প করা, খেয়েছিলাম অনেক খাবারও।

ট্রেন এসে পৌছল ২২ ফেব্রুয়ারী দুপুরবেলায়। ট্রেন থেকে নামার পূর্বে সকলেই একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিল। স্টেশন থেকে সকলেই নিজবাড়ি অভিমুখে রওয়ানা হল, আর এভাবেই যেন ভ্রমণের উপসংহার।

ভ্রমণে তো অনেকভাবেই যাওয়া যায় তবে এইরূপ ভ্রমণ আর সম্ভব হবে কি না তার নিশ্চয়তা নেই। এই ভ্রমণকাহিনী অনেকের জন্যই নিতান্ত সাধারণ বলে মনে হবে, তবে আমরা সকল ভ্রমণযাত্রীদের কাছে এটি একটি স্মরণীয় ভ্রমণ।

এখন আর তেমনভাবে সবকিছু স্মরণে নেই, তবে রয়েছে কিছু ফটো, ক্রয় করা কিছু সামগ্রী, মননে ও স্মরণে ভ্রমণের কিছু ঘটনাবলী। তবে চলছে 'হোয়াট্স অ্যাপ' এ ভ্রমণযাত্রীদের নির্মিত গ্রুপে ভ্রমণের নানা কথা, শেয়ার করা হচ্ছে নানা সময়ের ফটো; অনেক সময় বলা হয় হাস্যকর ঘটনাগুলোর কথাও।

উত্তরণ

মনে পড়ে মা,
তোমার সেই অগভীর ভাবনা—
'কবে যে মেয়েটা বড় হবে',
'কবে বুঝবে ভালো-মন্দ'
'কবে শিখবে - নিজের হাতে খেতে,
ব্যাগ টিফিন নিজে গুছোতে,
শাড়ি পড়তে, চুল বাঁধতে।'—আরো কত কী।
তোমার দাবিগুলো সোজা ছিল গো
সে কবেই ছাপিয়ে গিয়ে আমি
যুদ্ধ- সংসারের আজ পাঁকা গিন্নী।
সব তোমাকে বলে দিতেও হয়নি
তোমার মেয়ে যে খুব সেয়ানী;
হেরে গিয়ে বাস্তবতায়
বাস্তবকে তো নিজেই চিনেছি,
তেখলাম জীবন গদ্যময়, তাই—
তোমার ছন্দবদ্ধ কবিতাগুলো অপাঙ্‌তেয়
বিশ্বাসের পুরনো নেশা সেখানে ঘোর লাগায়
তবে জানো, সে নেশা ছাড়াতেও শিখেছি।
তুমি তো এখনো কোন সত্যযুগে
ভাবো ছদ্মনাম কেবল কবির থাকে,
কি বোকা মা তুমি! আমি জেনেছি
সে যে বন্ধুত্বেরও হয়।
শুধু কি ব্যাগ, টিফিন, শাড়ি?
মিথ্যে অপবাদও এখন গুছিয়ে নিতে পারি।
তোমার মনে আছে, আমার অকারণ কান্না
আর দাদার হাঁড়িমুখো বলে ক্ষেপানো—
সে কি চিৎকার, মারামারি ঘর জুড়ে
এবার এলে বলে দিও ওকে
কথায় কথায় ঠোঁট বেঁকে না আর,
আসলে অভিমানেরও সয়ে গেছে অনাদর।
আজ দীর্ঘ প্রতীক্ষা করতে পারে অভিযোগ
একমুঠো সাড়ার আশায়।
এবারও কি বলবে আমি অবুঝ!
তোমার চাওয়া থেকেও যে ডের বড় আমি।
তবু, অভিজ্ঞতার ভারে
কখনও বুক-পিঠ ভিষণ টানে
তখন পোশাকি ব্যক্তিত্বকে পাল্টে
তোমার বানানো সেই ছোট্টলাল জামাটি—
পড়তে খুব সাধ হয় মা—
চেষ্টা করেছি, কিন্তু
বড়ত্বের চওড়া কাঁধ আজ আর ওতে গলে না।

সোনালী চক্রবর্তী
(স্নাতক, ষষ্ট সেমিস্টার বাংলা সাম্মানিক)

এগারো শহীদ কারা?

মায়ের কোলেই 'মা কে?'
মা-কে অবহেলা!
মা-কে হারিয়ে অস্তিত্বের খোঁজে....
এক ধ্বংসলীলা!
'এগারো শহীদ কারা'!!
এঁরা মায়ের প্রকৃত বীর...
আমরা শুধু মুখোশ পরে
উনিশে মে করি ভিড়।

কেতন দেবরায়
(স্নাতক, ষষ্ঠ সেমিস্টার, শিক্ষা সাম্মানিক)

List of the Candidates who secured Highest marks in the Council & University Examination

RADHAMADHAB COLLEGE

Merit Borad

	Name	Examination	Year	University/ Council	Position
1.	Sri. Sibabrata Bhattacharjee	Pre-University Arts	1976	G .U	10th
2.	Smt. Paramita Das	B.A (Hons) Eco	1990	G .U	1st Class First
3.	Sri. Debotosh Chakraborty	B.A (Hons) Pol. Sc.	1997	A.U.S	1st Class First
4.	Sri. Santanu Das	B.A (Hons) Education	1998	A.U.S	1st Class First
5.	Smt. Anjana Sengupta	B.A (Hons) History	1998	A.U.S	1st Class First
6.	Sri. Anjan Chatterjee	B.A (Hons) Economics	1999	A.U.S	1st Class First
7.	Sri. Santosh Akura	H.S (Final)	2003	AHSEC	Highest Mark-in Bengali (80%)
8.	Smt. Manidipa Goswami	B.A (Hons) Bengali	2011	A.U.S	1st Class First
9.	Sri. Ashim Kumar Das	B.Com	2011	A.U.S	First Batch & 1st Div.
10.	Smt. Dipanwita Das	H.S. (Final)	2012	AHSEC	STAR MARKS 76.4%
11.	Smt. Mitali Biswas	B.A. (Hon's) Bengali	2012	A.U.S	1st Class 2nd
12.	Smt. Sonali Chakraborty	H.S. (Final)	2014	AHSEC	STAR MARKS 86.4%
13.	Sri Anjoy Roy	H.S. (Final)	2014	AHSEC	STAR MARKS 81.6%
14.	Smt. Sureshwaree Dutta	H.S. (Final)	2014	AHSEC	STAR MARKS 79.4%
15.	Sri. Durjoy Nandi	H.S. (Final)	2014	AHSEC	STAR MARKS 75.2%
16.	Sri. Dipanwita Das	B.A. (Hons) Bengali	2015	A.U.S.	1st Class First
17.	Sri. Bhaskar Jyoti Das	B.A. (Hons) Bengali	2015	A.U.S.	1st Class First
18.	Smt. Debopriya Paul	H.S. (Final)	2016	AHSEC	Highest Mark 84.4% and State highest in Beng. 94% STAR MARKS 84.4%
19.	Sri Abhoy Kandi Deb	H.S. (Final)	2016	AHSEC	STAR MARKS 77.6%

RADHAMADHAB COLLEGE FRATERNIT : AT A GLANCE

Principal :
Dr. Pronoy Ranjan Deb
M.Sc., Ph.D.

Vice Principal :
Dr. Nani Gopal Debnath
M.A., Ph.D.

TEACHING FACULTY (Arts)

Department of Bengali

Dr. Nani Gopal Debnath
M.A., Ph.D.
(Associate Professor, H.O.D.)

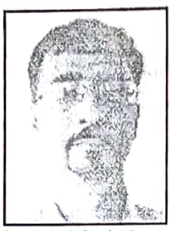

Dr. Rahul Chakraborty
M.A., Ph.D.
(Associate Professor)

Dr. Kalipada Das
M.A., Ph.D.
(Assistant Professor)

Dr. Abhijit Choudhury
M.A., Ph.D.
(Part Time Lacturer)

Dr. Sumita Bose
M.A., Ph.D.
(Part Time Lacturer)

Department of English

Dr. (Mrs). Kankana Nath
M.A., Ph.D.
(Associate Professor, H.O.D.)

Mrs. Arundhati Dutta Choudhury
M.A., M. Phil.
(Assistant Professor)

Sri Arunabha Bhattacharjee
M.A., M. Phil
(Assistant Professor)

Smt. Sushmita Modak
M.A.
(Part Time Lacturer)

Smt. Anushka Chakraborty
M.A.
(Part Time Lacturer)

Department of Education

Dr. Surat Basumatary
M.A., Ph.D.
(Assistant Professor, H.O.D.)

Smti Tanwi Das
M.A., B.Ed
(Part time Lecturer)

Department of Philosophy

Dr. Jashobanta Roy
M.A., M.Phil., Ph.D.
(Associate Professor, H.O.D.)

Dr. (Mrs) Ruma Nath Choudhury
M.A., Ph.D.
(Assistant Professor)

Department of History

Dr. Debashish Roy
M.A., Ph.D.
(Associate Professor, H.O.D.)

Sri Sudarshan Gupta
M.A.
(Assistant Professor)

Mrs. Depanwita Das
M.A., B.ED.
(Part time Lecturer)

Department of Political Science

Dr. Prabhat Kumar Sinha
M.A., Ph.D.
(Associate Professor, H.O.D.)

Dr. (Mrs) Ashima Roy
M.A., Ph.D.
(Associate Professor)

Sri Jiban Das
M.A., M.Phil
(Assistant Professor)

Dr. Bidhan Barman
M.A., M.Phil., Ph.D.
(Assistant Professor)

Department of Economics

Dr. Sastri Ram Kachari
M.A., Ph.D. (On lien)
(Assistant Professor)

Dr. Rahul Saraniа
M.A., Ph.D.
(Assistant Professor, H.O.D.)

Dr. (Mrs.) Nabanita Debnath
M.A., Ph.D.
(Assistant Professor)

Debasree Paul
M.A.
(Part Time Lecturer)

TEACHING FACULTY (Arts)

Department of Commerce

Sri Rupam Roy
M.Com. (H.O.D.)

Dr. Ashishtaru Roy
M.Com., Ph. D.

Sri Arup Paul
M.Com.

Sri Debashish Dutta
(Computer Instructor)

Department of Manipuri

Sri Ch. Manikumar Singha
M.A. (Double)
(Assistant Professor, H.O.D.)

Dr. N. Amarjit Singha
M.A. Ph. D.
(Assistant Professor)

CENTRAL LIBRARY STAFF

Mrs. Sonali Choudhury
M.L.I. Sc., M.Phil.
(Librarian)

Sri Galim Gangmei
(Library Asstt.)

Smt. Moushami Roy
(Sinha)
Library & IQAC Staff

Smt. Supriya Roy
(Library Female Attendent,
Non-sanctioned)

ADMINISTRATIVE STAFF

Sri Pronob Kr. Dey
(Senior Assistant cum Accountant)

Sri Purnendu Das
(Senior Assistant cum Cashier)

Sri Kanailal Bhattacharjee
(Junior Assistant)

Sri Surajit Roy
(Junior Assistant)

Sri Gauri Sankar Dhar
(Junior Assistant)

Sri Peter Noah Rongmei
(Junior Assistant)

Sri Babul Chandra Das
(Grade - IV)

Sri Shankar Rabidas
(Grade - IV)

Sri Shailen Das
(Grade - IV)

Sri Basab Das Poddar
(Grade - IV)

Kelhoukri Rutsa
(Lab bearer, Education)

Smt. Jayashree Debnath
(Female Attendent)

Smt. Jyotsna Das
(Female Attendent)

Name of the President, Vice-President, General Secretaries and Editors of Students' Union of Radhamadhab College Since 1986 – 2017

Vice President	General Secretary	Editor College Megazine	Year
Tapas Podder	Bidyut Singha	Ahit Dutta	1986-87
Biswajit Paul Choudhury	Uttam Kr. Paul	—	1987-88
Bidyut Singha	Tapadhir Chakraborty	—	1988-89
—	Jaydeep Samaddar	Anup Kumar Dey	1989-90
Pradip Sutradhart	Rupak Das	Anup Kumar Dey	1990-91
Sudip Chakraborty	Tapan Choudhury	Pradip Kumar Paul	1991-92
Rohit Nag	Deabshish Chakraborty		1992-93
Avijit Deb	Ayan Choudhury	Satyajit Nath	1993-94
Debasish Chakraborty	Ayan Choudhury	Satyajit Nath	1994-95
Debashish Shome	Manabendra Dev	Anindya Sengupta	1996-97
—	Manabendra Dev	—	1997-98
—	Manabendra Dev	—	1998-99
Bikash Chakraborty	Bikash Das	Santosh Kumar Paul	1999-00
Debojit Biswas	Sangita Sharma	Santosh Deb Nath	2001-02
G.M. Rostom	Prabal Kanti Das	Subrata Choudhury	2002-03
Uttam Dev	Siddartha Dev	Shankar Prasad Chakraborty	2003-04
Projit Das	Rajdeep Adhikari	—	2004-05
Rajdeep Adhikari	Biswajit Chakraborty	Rosy Begum Choudhury	2005-06
Prova Malakar	Antu Banik	Debashish Das	2006-07
Angshuman Dey	Indrajit Chakraborty	Debashish Das	2008-09
Ellora Mukharjee	Monoj Kanti Das	Pradyut Das	2009-10
—	—	Rahul Anurag Bhattarcharjee	2010-11
—	—	Amit Sutradhar	2011-12
Sankar Paul	Sambhu Das	Bhaskar Jyoti Das	2012-13
Sambhu Das	Bhaskar Jyoti Das	Dilu Das	2013-14
Kankan Chakraborty	Deepshikha Sarkar	Ketan Debroy	2014-15
Deepshikha Sarkar	Sureshwaree Dutta	Abhik Ranjan Das	2015-16
Chitta Ranjan Roy **(President)**	Chandra Kanta Das	Dibakar Purkayastha	2016-17
Deboshmita Shome **(V.P.)**	Chandra Kanta Das	Dibakar Purkayastha	

The Studnets Union for the Session 2016-17 of Radhamadhab College, Silchar has been formed with the following office Bearers

SL. NO.	POST	NAME OF THE OFFICE BEARER	CLASS
1	President	Chitta Ranjan Roy	B.Com 4th Sem
2	Vice President	Debshmita Shome	B.A 2nd Sem
3	General Secretary	Chandra Kanta Das	B.A 2nd Sem
4	Secretary, Girls' Common Room	Puja Roy	H.S. 2nd Yr.
5	Secretary, Boys' Common Room	Akash Banik	B. Com 2nd Sem
6	Secretary, Sports	Rahul Roy	B. Com 2nd Sem
7	Editor, College Magazine	Dibakar Purkayastha	B.A 2nd Sem
8	Secretary, Music & Drama	Joydeep Deb	B. Com 2nd Sem
9	Secretary, Deabate	Debu Deb	H. S. 1st Yr
10	Secretary, Social Service	Tamajit Das	B. Com 2nd Sem

A Rally organised by NSS on the occasion of Birth Anniversary of Swami Vivekananda.

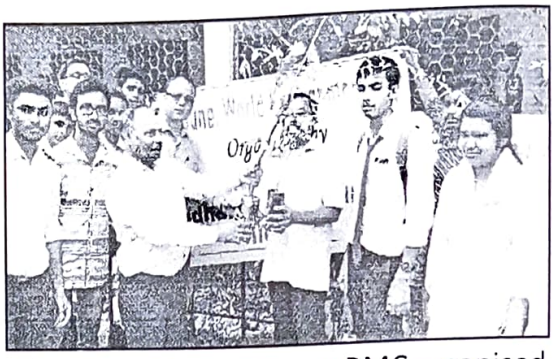

Plantation Programme at RMC organised by NSS

Celebration of Baishe Shrabon

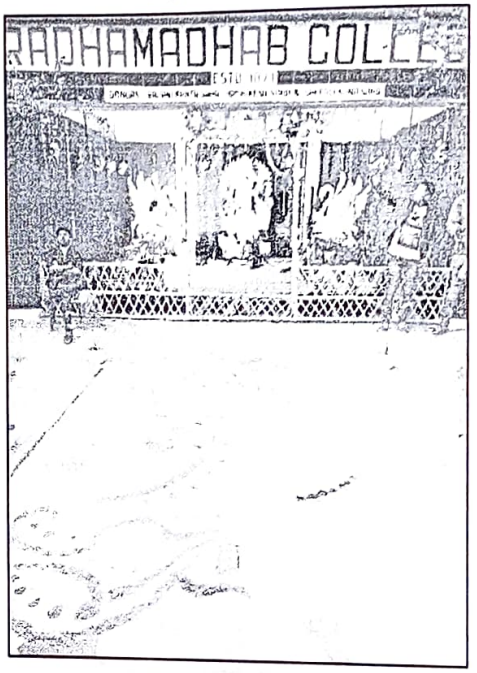

Saraswati Puja

Prize distribution ceremony, Social Week

Cultural Programme, Social Week

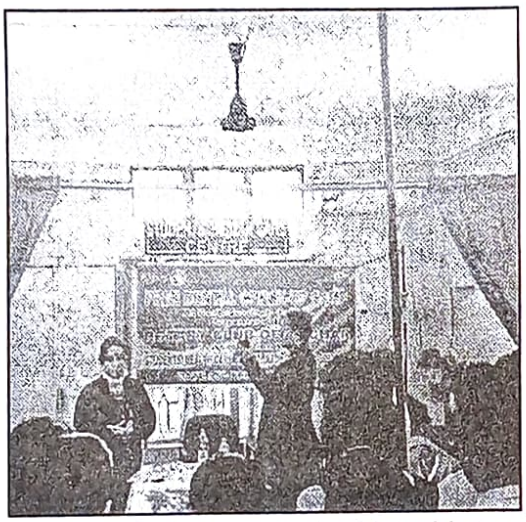

Free Dental Check up, Students' Health Care Centre in collaboration with Rotary club, silchar

A lecture session organised by Red Ribon Club at RMC, Students Health Care Centre

Free Health Camp organised by Students' Health Care Centre at 'Punicherra'

Wall Magazine, Department of Bengali

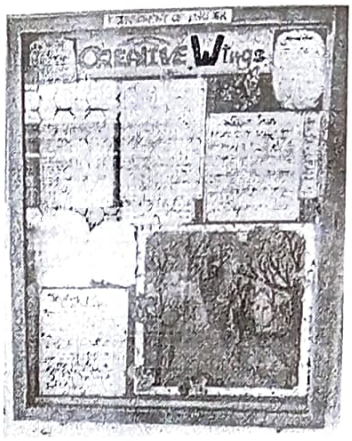

Wall Magazine, Department of English

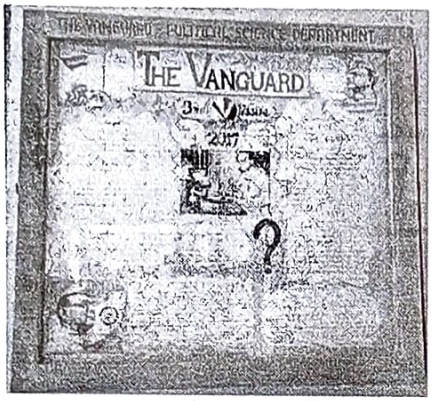

Wall Magazine, Department of Pol. Science

Wall Magazine, Department of Manipuri

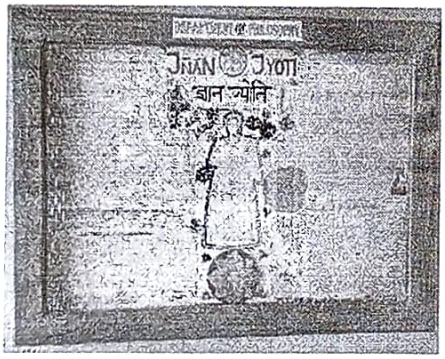

Wall Magazine, Department of Philosophy

Wall Magazine, Department of Economics

Inter College Womens' Football Champion Team Felicitation Programme

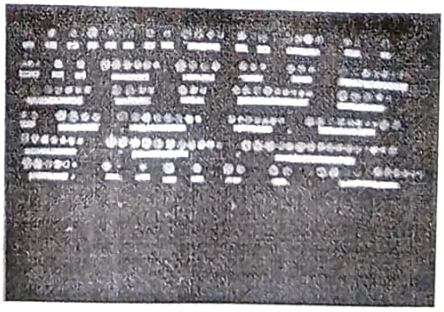

Numismatic Centre Dept. of History

*** DO YOU KNOW ? ***

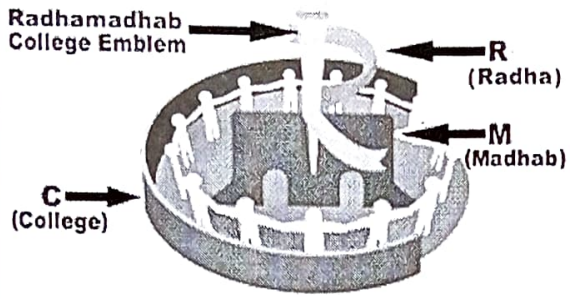

This logo or emblem was designed for Students' Council, Radhamadhab College and was first used in the time of inaugural session of College Social Week (2015 – 2016).

The original look of this logo or emblem is printed in the cover page of this college magazine.

The logo was designed by **KETAN DEB ROY**, the then student of TDC (Arts Stream), Third Semester, a student of Education Honours.

This logo has a great aesthetic sense which attaches wonderful meanings stated hereunder.

A close examination of this logo reveals a unique combination of three letters - **R, M and C** where:

R stands for Radha;
M stands for Madhab; and
C stands for College.

Together as 'RMC' – Radhamadhab College, ***one of the premier institutions of Silchar, Assam***

In this logo, one can see that letter **'R'** which is designed with a **'Saffron Ribbon'** that embraces a **'Burning Torch'**. The saffron ribbon is a symbol of sacrifice – **Sacrifice for Society and Nation** whereas the **'Burning Torch'** upholds the core philosophy of a students body – **'To Learn', 'To Be', and 'To Lead'.**

Just below the burning flame of the torch, **College Emblem** is seen. The students are seen encircling the letter **'R'** - which again signifies the **Unity, Integrity and Fraternity** of the student community not only of this college but also the student community as a whole.

THE STUDENTS UNIION OF

RADHAMADHAB COLLEGE FOR THE SESSION 2016-17

THE STUDENTS UNIION
ESTD - 1971
DONORS- RAJANI KANTA SAHA. HRISHIKESH SAHA & SHEFALI KONA SAHA
WISHING YOU
THE BEST